চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 March, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ৫ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

### এখনও নিরাপদে আছে ত্রিপুরা, জানালেন অধিকর্তা

## করোনা ঃ নজরদারিতে ৫১ জন, আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি ১, কোন আক্রান্ত নেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** করোনা ভাইরাস নিয়ে এখনো আতঙ্কিত হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, ত্রিপুরায় এখনো ওই ভাইরাসে আক্রান্তের কোন খবর নেই। অভয় দিয়ে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা বলেন, আপাতত ৫১ জন বাড়িতে নজরদারিতে এবং ১ জন জি বি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। এদিকে, আজ সারাদিনে সিপাহীজলা জেলা এবং উত্তর জেলায় করোনা আক্রান্তের খবর প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রাথমিক পরীক্ষায় তাদের শরীরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

আজ ডাঃ রাধা দেববর্মা বলেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত নজরদারি চালানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, এখন পর্যন্ত ৮৫ জনকে বাড়িতে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩৪ জন ইতিমধ্যে ১৪ দিন অতিক্রান্ত করেছেন। কিন্তু, তাদের শরীরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। বাকি ৫১ জন বর্তমানে নজরদারিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, করোনা আক্রান্ত কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে ছিলেন কিংবা করোনা ভাইরাসে প্রভাবিত এলাকা থেকে এসেছেন এমন ব্যক্তিদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। মূলত, তাদের উপর নজরদারির জন্যই কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩ জন রোগীকে হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুই জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১ জন বর্তমানে জি বি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে দুই জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু, তাদের রক্তে ভাইরাস পাওয়া যায় নি।

মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন দক্ষিন চড়িলাম এলাকার কড়ইমুড়া গ্রামের বাসিন্দা রকসান মিয়ার বাড়িতে মালয়েশিয়া থেকে এক যুবক আসেন। তার নাম সুজন মিয়া। খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে করোনা ভাইরাস সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস একটি মেডিকেল টিম তার বাড়িতে পাঠান। মেডিকেল টিমের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস জানান, ওই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের কোন সংক্রমন পাওয়া যায়নি। তার জ্বর, সর্দি, কাশি কিছুই হয়নি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আরও জানান, মালয়েশিয়া থেকে আসা এই যুবককে আগামী ১৪ দিন বাড়িতেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে তিনি চিকিৎসকদের নজরদারিতে থাকবেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকের টিম প্রতিদিন বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ খবর নেবেন। এদিকে, সিপাহীজলা জেলাতে আরও ছয়জন রাজ্যের অথবা দেশের বাইরে থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন, এমন খবর পেয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। খোঁজ চলছে বলে জানান ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস।

এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুরে জনৈকা বিদেশী সাইক্লিস্ট-কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু, প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাঁর দেহে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডহক শিক্ষকদের অন্যায় আন্দোলন সহ্য করা হবে না সতর্ক করলেন শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** সিপিএমের প্ররোচনায় এডহক শিক্ষকরা অন্যায়ভাবে আন্দোলন চালালে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে রাজ্য সরকার। কারণ, বামেদের ভুলে তাঁদের চাকরী বাতিল হলেও বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার হাজার সমালোচনা মুখ বুঝে সহ্য করেও তাঁদের স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে ভাবছে। আজ মহাকরণে এডহক শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে বিরক্ত শিক্ষামন্ত্রী এইভাবেই সকলকে সতর্ক করলেন।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে এডহক শিক্ষকদের বিকল্প ব্যবস্থা করা হবেই। এই প্রতিশ্রুতি সত্বেও তাঁদের আন্দোলন খুবই দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম নেতারা একাংশ এডহক শিক্ষকদের প্ররোচনা দিচ্ছেন। তাঁদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করছেন। এদিন তিনি হুঁশিয়ারীর সুরে বলেন, এডহক শিক্ষকদের এই আচরণে রুষ্ঠ হয়ে রাজ্য সরকার মুখ ফিরিয়ে নিলে তাঁদের কিছুই করার থাকবে না। কারণ, সাংবিধানিক ভাবে এবং আইনগত দিক দিয়ে চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের কোনভাবেই শিক্ষকতার চাকরীতে বহাল রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে মারণব্যাধি করোনা ভাইরাসে মহামারি আকার ধারণ করেছে। তাই অনেকটা নিরুপায় হয়েই ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে। অথচ, সিপিএম রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট একাংশ এডহক শিক্ষকদের সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে লাগাতর আন্দোলনে প্ররোচনা দিচ্ছে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী সকল এডহক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আবেদন রেখে বলেন, সি পি এমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডহক শিক্ষকদের দফায় দফায় আন্দোলন প্রতিহত করতে পুলিশের ছুটল কালঘাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** চাকরীর. নিশ্চিয়তার দাবিতে আজ বুধবার ফের অ্যাডহক শিক্ষকরা দফায় দফায় আন্দোলনে নেমেছেন। আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে থেকে প্রতিবারই পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তাঁদের এই ধারাবাহিক আন্দোলনে পুলিশও হাঁফিয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের সতর্কতা হিসেবে বড় জমায়েত বন্ধ রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ফলে, গতকাল অ্যাডহক শিক্ষকদের গণ-অবস্থান থেকে তুলে দেয় পুলিশ। তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ লাইনে। গতকাল পুলিশ ৭২৪ জন আন্দোলনকারী শিক্ষককে গ্রেফতার করেছিল। এতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অ্যাডহক শিক্ষকরা পুলিশের ওই পদক্ষেপে পশ্চিম থানা ঘেরাও করেন। অবশ্য পুলিশ শিক্ষকদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ায় গতকাল

আন্দোলন থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ ফের অ্যাডহক শিক্ষকরা আন্দোলনমুখী হন। তাতে প্রথমে পুলিশের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের কাছে আন্দোলন ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা রাজি না হওয়ায় তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন তাঁদের গ্রেফতারের সময় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিও হয়েছে।

এভাবেই আজ দিনভর পুলিশ কিছুক্ষণ পর পর আন্দোলনকারী শিক্ষকদের গ্রেফতার করেছে। কারণ, তাঁরা সকলে একজোট হয়ে আন্দোলনের বদলে বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য, এখন পর্যন্ত কতজন শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তার পুরো হিসাব পাওয়া যায়নি।

## কোয়াড্রিসাইকেলের অনুমোদনে রুলস সংশোধন রাজ্যেও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** রাজ্যে কোয়াড্রিসাইকেলের অনুমোদনে মোটর ভ্যাহিকেলস রুলস ১৯৯১ এর নবম সংশোধনীর অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এই বিষয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কোয়াড্রিসাইকেলের অনুমোদন দিয়েছে। ফলে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

তবে, রাজ্যে ওই যানবাহন চলাচলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডিসি ভোট ঃ উত্তর ও ঊনকোটি জেলা সফর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** রাজ্যে এডিসি নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই সরকারি ভাবে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি পর্ব। নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সফর করছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার উত্তর ও ঊনকোটি জেলা সফর করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মানিক লাল দে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। এদিন উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে কুমারঘাটে প্রশাসনিক বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনার। মহকুমা শাসকের কার্যালয় হয় বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা শাসক রবীন্দ্র রিয়াং, কুমারঘাট মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী সহ জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

## নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবকের মৃত্যু, মামলা করলেন বাবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় ময়লাখলায় নেশা মুক্তি কেন্দ্রে বিনা চিকিৎসায় পুত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করে বুধবার রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে মামলা দায়ের করেছেন মৃতের পিতা।

মৃতের পিতা যোগেশ ব্যানার্জী জানান তার পুত্র অজয় ব্যানার্জী নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। নেশার কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যই নেশা মুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সার জোগানও দেন তিনি। জয়াস সোসাইটি নামে একটি সংস্থা কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে। ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করানোর সময় কথা ছিল চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না, সরকার পাশে রয়েছে আন্দোলনকারী অ্যাডহক শিক্ষকদের বার্তা বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** বামেদের ভুলেই আজ ১০৩২৩ শিক্ষকদের সর্বনাশ হয়েছে। তাঁদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না। অ্যাডহক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিল বিজেপি। বুধবার দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ত্রিপুরা সরকার সংবিধান মেনে আইনের গণ্ডির ভেতরে থেকেই অ্যাডহক শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধান করবে। তাই কারোর প্ররোচনায় রাস্তায় নেমে উশৃঙ্খল আন্দোলন করবেন না। নবেন্দুর কথায়, করোনা ভাইরাস থেকেও ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট ভাইরাস।

তিনি বলেন, অ্যাডহক শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ওই আন্দোলনের কী প্রয়োজনীয়তা, তা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য একজন শিক্ষকের কাছে আশা করা যায় না। এতে তাঁদের শিক্ষকের বদলে সিপিএম ক্যাডার বলেই মনে হচ্ছে।

নবেন্দু বলেন, ত্রিপুরা সরকার এবং বিজেপি-র পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের অনেক আগেই আশ্বস্ত করা হয়েছে, সমস্যা সমাধানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের জন্য কারা উস্কে দিয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, ১০৩২৩ শিক্ষকদের যাঁরা ধ্বংস করেছেন তারাই এখন মায়াকান্না কাঁদছেন। নবেন্দু এদিন আন্দোলনকারী অ্যাডহক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বোঝার চেষ্টা করুন কাঁদের প্ররোচনায় পথে নেমেছেন। তাঁর আবেদন, আন্দোলনে আপত্তি করছি না। কিন্তু প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না। এতে আপনাদের আরও সর্বনাশ হতে পারে।

কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, করোনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনেরাল নিযুক্ত দাতামোহন জমাতিয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনেরাল পদে নিযুক্ত হলেন দাতামোহন জমাতিয়া। তাঁকে ধলাই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক পদ থেকে বদলি করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ত্রিপুরার আইন সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন দাতা মোহন জমাতিয়া। তারপর তাঁকে ধলাই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা সতর্কতা ঃ রাজ্যে সরকারি অফিসে বায়োমেট্রিকে হাজিরা বন্ধ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** করোনাতঙ্কে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য ফের ত্রিপুরায় সরকারি অফিসগুলিতে হাজিরা খাতা ফিরে এসেছে। কারণ, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অফিসে হাজিরা দিতে গিয়ে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই, ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক হাজিরা বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন।

বুধবার রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করেছে। ভারতেও এই ভাইরাস ক্রমশ ছাড়িয়ে পড়ছে। এই ভাইরাস মূলত আক্রান্ত কারোর সংস্পর্শে গেলেই ছড়িয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভাইরাস লেগে থাকা কোনও বস্তু স্পর্শ করলেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বার বার ভালো করে হাত ধোয়া খুবই জরুরি। তাছাড়া, একাধিক মানুষের হাতের স্পর্শ হয় এমন বস্তু এড়িয়ে চলা জরুরি বলেই দাবি করা হচ্ছে।

তাই, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সমস্ত সরকারি অফিসে আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তার বদলে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের নিজ নিজ অফিসে হাজিরা খাতায় প্রতিদিন হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

## এডিসি নির্বাচন নিয়ে জনজাতি মোর্চার নেতাদের সাথে বৈঠক যিষ্ণু দেববর্মার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে জনসম্পর্ক অভিযান শুরু করতে চলেছে বিজেপি। আজ উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মার সরকারি আবাসনে এডিসি নির্বাচন নিয়ে বিজেপি জনজাতি মোর্চার বিভিন্ন পদাধিকারী এবং জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে জন সম্পর্ক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে একগুচ্ছ প্রস্তাব ডক্টর এসোসিয়েশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** অল ত্রিপুরা ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বুধবার রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তা রাধা দেববর্মার কাছে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশান ও স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশান প্রদানকালে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী ও যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ কনক চৌধুরী। গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে মহামারি বলে ঘোষণা করেছে। রাজ্যেও এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সতর্কতার বিষয় নিয়ে বুধবার ডেপুটেশান প্রদানকালে বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , করোনা ভাইরাস ঠেকাতে প্রত্যেক জেলাতে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড স্থাপন করতে হবে ঐসব ওয়ার্ডে সন্দেহভাজনদের চৌদ্দ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা করা হবে, জিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডকে আরও অত্যাধুনিক করতে হবে। শুধু তাই নয় পরিস্থিতি যদি কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেজন্য সরকারী কোন ভবন বা হোটেলে প্রয়োজনী মেডিক্যাল প্রস্তুতি রাখার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

সর্বোপরি, যারা চিকিৎসা করবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো প্রদান করতে হবে। কেননা যারা চিকিৎসা করবেন তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে বাধ্য হবেন। সরকারীভাবে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কর্মীর জন্য মার্কসের ব্যবস্থা করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা রাধা দেববর্মা ত্রিপুরা ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনে প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাস্থানে কথা বলবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন তিনি।

## অসমে ডাবল লাইনের কাজ, বাতিল ২৬টি ট্রেন, প্রভাবিত হবে ত্রিপুরাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** অসমের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত ডিগারু-জাগিরোড সেকশনে ডাবল লাইন চালু করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল পরিষেবায় সাময়িক ব্যাঘাত ঘটবে। ডাবল লাইনের কাজ শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬টি ট্রেন বাতিল, আংশিক বাতিল এবং সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। এর প্রভাব ত্রিপুরায়ও পড়বে বলে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে। অবশ্য, এই অসুবিধার জন্য পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

রেলওয়ে সূচি অনুযায়ী ওই ডাবল লাইন চালু করার জন্য রেল পরিষেবায় ২১ মার্চ থেকেই প্রভাব পড়তে শুরু হবে। ২১, ২২ এবং ২৪ মার্চ তিনটি ট্রেন সময় মতো গুয়াহাটি স্টেশনে পৌঁছলে কিছু সময় অপেক্ষার পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারবে। কিন্তু বিলম্ব হলেই বিপত্তি দেখা দেবে। এক্ষেত্রে বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস ২৪ মার্চ রওয়ানা হয়ে সময়মতো গুয়াহাটি স্টেশনে না পৌঁছলে যাত্রীরা সমস্যায় পড়তে পারেন।

এদিকে, ২২ মার্চ থেকে ১৮টি ট্রেনের গতিপথ বদলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২৩ মার্চ একটি ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ওই ডাবল লাইন চালু করার জন্য ২৩ মার্চ থেকে বিভিন্ন রুটে ২৬টি ট্রেন বাতিল হয়েছে। এতে ২৮ মার্চ আগরতলা-দেওঘর এবং ৩০ মার্চ দেওঘর-আগরতলা ট্রেন বাতিল হয়েছে। তেমনি, ১০টি ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে। হাবিবগঞ্জ-আগরতলা স্পেশাল ২৫ মার্চ গুয়াহাটি-আগরতলা এবং আগরতলা-হাবিবগঞ্জ স্পেশাল ২৮ মার্চ আগরতলা-গুয়াহাটি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। ওই ট্রেনটি নির্ধারিত সূচিতে গুয়াহাটি পর্যন্ত আসবে এবং গুয়াহাটি থেকেই হাবিবগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে।

এদিকে ১২০৮৬ নম্বর শতাব্দি এক্সপ্রেস (ডিব্রুগড়-গুয়াহাটি), ১২০৮৮ নম্বরের শতাব্দি এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি-নাহরলগুন), ১২০৮৭ নম্বর শতাব্দি এক্সপ্রেস (নাহরলগুন-গুয়াহাটি), ১২০৮৫ শতাব্দি এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়), ডিব্রুগড় মুর্কংসেলেক এবং মুর্কংসেলেক ডিব্রুগড় দুটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গুরত্বপূর্ণ এলাকায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আনাগোনা বিট কনস্টেবলদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** মঙ্গলবারের মত বুধবার রাত্যে অফিসের কাজকর্ম শেষ করে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি মহাকরণ এবং বিধানসভার চারপাশে হেঁটে আইএলএস হাসপাতাল হয়ে ভিআইপি রোড পর্যন্ত আসেন। এরই মধ্যে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ৫ যুবককে একটি গাড়ির মধ্যে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে তিনি বলেন তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। তৎক্ষণাৎ পুলিশ গাড়িটি আটক করে এবং ওই যুবকদের গ্রেফতার করে এনসিসি থানায় নিয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে জবাব জানতে চান যে, বিধানসভা, সচিবালয়, রাজভবন এর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এভাবে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করা সম্ভব হয় কিভাবে? সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিট কনস্টেবলের ভূমিকাই বা কি ছিল? এ বিষয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের, সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিযুক্ত বিট কনস্টেবলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের জানান যে, শহর আগরতলাকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি মানুষের নিশ্চিন্তে ঘুমানোর স্বার্থে তিনি প্রয়োজনে রাত বারোটা পর্যন্ত হাঁটবেন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এভাবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদযাত্রা আগামী দিনেও জারি রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

## শ্রীনাথপুর হাই স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** কৈলাশহর মহকুমার অধীন গৌরনগর ব্লকের অন্তর্গত শ্রীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। টেন্ডারের মাধ্যমে কাজটি পায় সোহাগ মিয়া নামে এক ঠিকেদার। ১৭ জানুয়ারি থেকে কাজও শুরু হয়। কাজের টেন্ডার সোহাগ মিয়া পেলেও কাজের ঠিকাদারি করছে ওয়ারিস মিয়া নামে অপর এক ঠিকেদার।

কাজ শুরুর প্রথম থেকেই কাজের গুণমান নিয়ে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করতে না রাজ ঠিকেদার ওয়ারিশ মিয়া। স্থানীয়দের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে এই কাজে সঠিক রড ব্যবহার করা হয়নি, প্রয়োজনের তুলনায় সিমেন্টের পরিমাণ কম ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে নির্মাণকাজের কিছু দিন পর হাত দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙে ফেলা যাচ্ছে। নির্মাণ চলাকালীন সময়ে স্থানীয়রা প্রথমে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারাণ সিংহ কে এই বিষয়ে অবগত করেছে। তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

স্থানীয় এই বিষয়ে এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য জামশেদ আলীকে অবগত করে। এতেও কোন কাজ হয়নি। এমনকি স্থানীয়দের তরফ থেকে অভিযোগ ওঠার পর ঠিকেদারের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের বিভিন্ন ভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে অভিযোগ স্থানীয়দের ।স্থানীয়দের আশঙ্কা নির্মাণের কয়েক মাস পর যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে বাউন্ডারী ওয়ালটি। এতে করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে স্থানীয়দের মনে। দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবিলম্বে বিষয়টির প্রতি নজর দিক। এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৬ ■ সংখ্যা ১৫৮ ■ ১৯ মার্চ ২০২০ইং ■ ৫চৈত্র ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## বিচারের বাণী

একথা আজ অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, মানুষের শেষ অবলম্বন বা দূর্গটিও আজ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে সম্মানজনক উপঢৌকন দেওয়া হইল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন প্রাক্তন বিচারপতি মদন বি লোকুর। দেশের রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে সংসদের উচ্চকক্ষে মনোনীত করিয়াছেন। অভিযোগ যে, প্রাক্তন বিচারপতি গগৈ মোদি ঘনিষ্ঠ। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লোকুর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া জানান, বিচারপতি গগৈকে যে সাম্মানিক কোনও পদ দেওয়া হইতে পারে তাহা নিয়া জল্পনা চলছিল। ফলে, তাঁহাকে রাজ্যসভায় মনোনয়নের খবর মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় খুব তাড়াতাড়ি গগৈকে সাম্মানিক পদে বসানো হইল। ইহার পর শুধু ইহা বলা যায় যে, দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা অখন্ডতার সংজ্ঞা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গেল। শেষ দূর্গটারও পতন ঘটিল আর কি? যদি অতীতে ফিরিয়া তাকানো যায় দেখা যাইবে ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের কার্যপদ্ধতি নিয়া প্রশ্ন তুলিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছিলেন বিচারপতি গগৈ, লোকুর, জে চেলামশ্বর ও কুরিয়ার জোসেফ। তাঁহারা অভিযোগ তুলিয়াছিলেন, প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র তাঁহার পছন্দের বিচারপতিদের এজলাসে বাছাই করা মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য পাঠান। আর স্পর্শকাতর মামলাগুলি জুনিয়র বিচারপতিদের নিষ্পত্তি করার জন্য পাঠান। সেদিনই, চার বিচারপতির কার্য্যত বিদ্রোহ বিচার ব্যবস্থার বুকে পেরেক পুঁতিয়া দিয়াছিল।

দেশের সংসদের উচ্চকক্ষে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে কোনও সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া সররকারী সূত্রে বলা হইয়াছে। উচ্চকক্ষে মূলত সেলিব্রেটি ও শিল্পীদের আধিপত্য দেখা গিয়াছে। তবে, কয়েকদশক আগে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৯৮ সালে রাজ্যসভার সদস্য পদে কোনও দলের প্রার্থী হিসাবে জয়ী হইয়া সাংসদ হইয়াছিলেন। তিনি ২০০৪ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। দেশের আরেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি সদাশিবমকে মোদি প্রশাসন কেরলের রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিল। বিচারপতি গগৈ অযোধ্য মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের প্রধান ছিলেন। পাশাপাশি তিনি রাফায়েল জেট ক্রয়ের চুক্তি নিযা চলা বিতর্কের সরকার পক্ষকে তিনি ক্লিনচিট দিয়াছিলেন। পাশাপাশি তাঁহার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তোলা হইলেও শীর্ষ কোর্টের তিন সদস্যের প্যানেল তাঁহাকে ছাড়পত্র দিয়াছিল। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা কতখানি অবশিষ্ট আছে সাধারণ মানুষ নিত্য অভিজ্ঞতাতেই তো অনুভব করিতেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনগুলির উপর মানুষের নির্ভরতা ও বিশ্বাস কি আগের মতো আছে? দেশের বিচার ব্যবস্থাই যদি দূর্বল হয় স্বচ্ছতা হারায় সেখানে মানুষের অধিকার স্বাধীনতা, নায্য বিচার পাওয়ার অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়। আমরা আজ খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। গণতন্ত্র আজ বড়ো বেশী প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আগামীদিন কোন ভারতবর্ষ উপহার দিবে? মানুষ কোথায় বল ভরসা পাইবে? কোথায় বিচার পাইবে। নির্বিবাদে নির্যাতন হইলেও প্রতিকারের সময় পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে? আসলে, আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সত্যিই দিনে দিনে বিপন্ন হইবে? গরীব অসহায় নির্যাতীত মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? যেভাবে মানুষের বিবেক, বিচার বুদ্ধিকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলা হইতেছে সেখানেও সহসা মুক্তির পথ মিলিবে না? গভীর অন্ধকার যদি গ্রাস করে তাহা হইলে আলোর আশা কতখানি থাকিতে পারে? আজ দেশের বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য বিচারপতিগণ আইনজীবীরা সহ সকল অংশর মানুষকে অগ্রণী হইবার তাগিদ বাড়াইতেছে।

# মানবিক চেতনার উন্মেষ চাই

হরিগোপাল দেবনাথ

পরমেশ্বরের সৃষ্টি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ বিরাজমান, তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বরলে, আমরা সেই সৃষ্ট জগতে কয়েকটি স্তর বা কয়েকটি স্তর বা ধাপ দেখতে পাই। যেমন-

(ক) নির্জীব বস্তুজগৎ (ইন-অ্যানিমেট) (খ) উদ্ভিদ জগৎ, (গ) প্রাণিজগৎ ও (ঘ) প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ্যজগৎ। উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদ-জগৎ থেকে মনুষ্য জগৎ পর্যন্ত সবটাকেই (অ্যানিমেট) বলে মানা হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করে গেছেন যে, উদ্ভিদেরাও প্রাণী। তবে প্রাণী জগতের অন্যান্য প্রাণীসমূহের সঙ্গে গাছ-তৃণ-গুল্ম-লতাদির মৌলিক পার্থক্যটা রয়েছে যে, অন্যান্য প্রাণীরা জঙ্গম বলে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাচলে সক্ষম আগর উদ্ভিদেরা সেঙ্গে স্থাবর বলে চলাচলে অক্ষম। কিন্তু, অনুভূতিপ্রবণ কম বা বেশী কেবল বস্তুজগৎ ছাড়া অন্যান্য সবাই যাহোক, এ নিবন্ধ আমার আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— প্রাণীজগতের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্য জগৎ নিয়ে। শাস্ত্রকারগন ব্যাখ্যা করেছেন যে জীবনমাত্রেরই চারটে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মৌলিক জৈবিক বৈশিষ্ট বলে কথিত। সেগুলো হল—আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। একটু বিচার করে দেখলেও আমরা এ চার বৈশিষ্টের প্রয়োজনীয়তার দিক বুঝতে পারি। অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার জন্যেই নিয়মিত আহার গ্রহণ প্রয়োজন। শ্রম করার পর পুনরায় শক্তি-অর্জনের জন্যে প্রয়োজন বিশ্রামেরও তারজন্য দরকার নিদ্রার। প্রাণীমাত্রেরই জীবনধারনের তাগিদ রয়েছে ও সেজন্যেই তাদের মধ্যে ভয়বৃত্তি জাগ্রত রয়েছে। এছাড়া, আরও এক জৈবীবৃত্তি রয়েছে প্রাণীর আর সেটি হচ্ছে তার বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারলাভ ঘটনানো—এ জন্যে অপরিহার্য জৈবিবৃত্তি মৈথুন। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রেই উক্ত চার মৌলিক জৈবিক বৈশিষ্ট্য থাকাটা স্বাভাবিক বলাই বাহুল মাত্র।

তবে মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের একটা বৈসাদৃশ্যও রয়েছে, আর সেটি হচ্ছে—মানুষের উন্নত, বলিষ্ঠ ও তুলনা মূলকভাবে সধাপেক্ষা অধিক বিকশিত মন। বস্তুতঃ মন -প্রধীনজীবন বলেই মানুশ, মনুষ্য বা মানব নামকরনের সার্থকতা। প্রাণীমাত্রেই মন হল তার যারতীয় অনুভূতি (ফীলিং) সংবেদন (সেস্টিমেন্ট), উপলব্ধ (কম্প্রিহেন্সন বা আন্তারষ্ট্যান্ডিং) চিন্তন (থিংকিং), স্মৃতি (মেমোরাইজিং) ইত্যাদি যাবতীয় মননশীলতার উৎসব বা আধার। আর, মানুষের ক্ষেত্রে মনটি স্মৃদ্ধতার বিচারশক্তি র‍্যাশনালিটি) বাভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা নিয়ে। আবর এই বিচারশক্তির উৎস হচ্ছে মানুষের আমিকশক্তি বা কনশাসনেস। অর্থাৎ মনেরই শৃক্ষাতিপূক্ষ্ম সত্তা আত্না (সোল) আবার, এই ব্যষ্টিসত্তার আত্মাই (ইন্‌ডিভিজুয়্যাল কনশাসনেস হলেন পরম চৈতন্যঘন সত্তার (সুপ্রীম কনশাসনেস-এর) প্রতিফলনমাত্র। আর মানুষের অনুমনটি -(১) দেহ, (২) মন ও (৩) আত্মা। তাই মানুষমাত্রেই চেতনা সম্পন্ন হবেন এরকমটা আশা করাই স্বাভাবিক, যদিও তা মানব-সমাজের বা পৃথিবীর কোথাও সচরাচর দৃষ্টি হয় না বা দৃষ্ট হবার মত উপযুক্ত পরিবেশেও এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠে নি। উক্ত উপযুক্ত পরিবেশ এখনও পৃথিবীতে গড়ে ওঠে নি বললেই অনেকেরই হয়তো শুনতে খারাপই লাগবে, যদিও মন্তব্যটি একটি নির্জলা সত্যপোলব্ধি। তার প্রশ্ন, কেন গড়ে ওঠেনি। এর উত্তরে বলতে যে আজ থেকে প্রায় দশলাখ বছর আগে যদিও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই মানুষ কিন্তু, আজ অব্দিও সক্ষম হয়ে ওঠেনি প্রকৃত অর্থে সুষ্ঠু মানবসমাজ (হিউম্যান সোসাইটি) বলতে যা বোঝায়,সেটি গড়ে তুলতে অবশ্য, মানুষের এই না পারার পেছনেও যথেষ্ট কারণ বিদ্যামান রয়েছে। কারণ সমুহের অন্যতম হচ্ছে— মান মনীধার প্রাযুর্যের অভাব, মানুষের বুদ্ধির খর্বতা বা দীনতা, মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতা, সর্বোপরি সার্বিক মান-সত্ত্বার উন্মেষ সাধন ও মান চেতনার প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন। মানুষের জাগতিক ভোগ স্পৃহাই মানুষকে জৈবিক আকাঙ্খার কারগারে,লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, আত্ম কেন্দ্রীকতা বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখে। মানুষ---অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজনীয় প্রকৃত শিক্ষালাভ ও প্রকৃত জ্ঞানার্জনে বঞ্চিত অথবা রহিত অবস্থায় থাকেন বলে তারা বুঝতেই পারেন না মানজীবনের মূল লক্ষ্যটা কী, মনুষ্য জীবনধারণের সার্থকতা কিনে ও মানবজীনের পরমগতি তথা পরমগন্তব্য স্থল কোথায়।

যারাই মানসমাজে কায়েমী স্বার্থবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগালোভাতুর, সেই সুবিধাবাদী ধৃতলোকেরা স্বভাবে চতুর, প্রতারক, কপটারী ও দুধর্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই শ্রেণির লোকেরাই সাধারণত মানুষের চেতনাবৃদ্ধিতে সহায়ক না হয়ে বরং উল্টোটা হয়ে থাকে, কারণ তারা কিছুতেই চায় না যে, মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ বাড়ুক, মানুষ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে তার ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি জীবন তথা সমাজ সচেতন হয়ে উঠুক। মানুষ সামজ-সচেতন হয়ে উঠলে, অন্যায়টা বুঝে ফেলবে ও অন্যায়কারীদেরও চিনে ফেলবে ও তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুললে তাদের অভীষ্টপূরণে বাধা আসবে। বস্তুত এই ভীতিতেই ওইশ্রেণির লোকেরা শোষকে পরিণত হয়। আর শোষকদের ছলাকলা ও ধাপ্পাবাজীর কোন সীমা থাকেনা। বরং বলা যেতে পারে যে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আজকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত, শোষিত লাঞ্ছিত, অবেহিলিত ও অপমানিত—এর পেছনে একমাত্র দায়ী হল ওই শোষক শ্রেণির লোকেরা। মানুষের সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পুঁজিবাদই ছিল শোষকগোষ্ঠীর মূল হাতিয়ার। মানুষ অদম্য লোভ ও নির্মম স্বার্থপরতাই গড়ে তুলেছিল পুঁজিবাদ। স্যার ম্যাডাম স্মিথ এই পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের নামকরন করেছিলেন। কিন্তু, তার পর পুঁজিবাদের অর্থবৈষম্য সৃষ্টিকরন ও মানুষকে ভিডিরি বানাবার প্রতিবাদ জানিয়ে দুঃস্থ-দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের দুর্দশা দূরী করনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানববাদী কালমার্কস রচনা করলেন তাঁর থিওরি, যা কম্যুনিজম তথা মার্কবাদ নামে পরিচিত দেখা গেল, শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষও তাদের প্রতিভূকা সেই মার্কসবাদ লুফে নিলেন দৈন্য পীরিত মানবতার উদ্ধারের জন্য। কিন্তু যেহেতু মার্কসবাদ ছিল মনস্তাত্বিক দিক থেকে ত্রুটি পূর্ণ এক দর্শন তাতে মানুষ শোষণমুক্তির পথও খুঁজে পেল না, তদুপরি অন্ধ-জড়বাদের খপ্পরে পড়ে, মানবিক চেতনাও হারিয়ে বসল। মানুষকে হিংসার পথে টেনে নামাল কম্যুনিষ্টরা। কাজেই মার্কবাদও শেষ পর্যন্ত জড়ভিত্তিক পুঁজিবাদেরই মতো মানবজাতিকে বিভ্রান্তির পথ দেখাল। অন্তিম পরিণতি স্বরূপ মার্কসবাদের আকালমৃত্যু ঘটল আর পুঁজিবাদেরও মরণদশা উপস্থিত হল প্রায়। বস্তুতঃ এখন ও জটিলতাপূর্ণ সংকট মুহূর্তে জগতের বুদ্ধিমান ও নীতিবাদী মানুষজনকে আর নীরবে বশে থাকলে চলবে না। তাদেরকে উঠে দাঁড়াতেই হবে। প্রতিটি মানুষকেই আজ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতেই হবে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখতে দাঁড়াতে হবে—প্রয়োজনে কঠিন সংগ্রামের জন্যেও সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ ও হতেই হবে। মনে রাখতে হবে—মানুষের জন্যে এ পৃথিবী দানবের তরে নয়। আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা তথাভূমাটৈতন্য ঘনসত্ত্বা (সুপ্রীম কনশাসনেশ) -কে প্রাপ্তির জনেও পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্ম হয়েছে---শুধুমাত্র পশুর ন্যায় জাগতিক ভোগ সুখে কাল কাটাবার উদ্দেশ্যেই মানুষর জীবনটা নয়।

এপ্রসঙ্গে, শোষক শ্রেণির ধূর্ত্তামি ও কপটতা স্পর্কে একটুখানি বলতে হচ্ছে, জনসাধারণকে ঠকিয়ে কী পদ্ধতিতে ওরা নিজেদের মতলব হাসিল করে নেয় তা খুলে ধরার জন্যে। শোষণের রয়েছে বিচিত্র ও বিরিধ রূপ। আর এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ দোসর ভাই-ভাই পুঁজিবাদ চালায় বৈয়ষ্টিক বা গোষ্ঠী শোষণ আর মার্কসবাদের হচ্ছ রাষ্ট্রীয় শোষণ। আরো বলতে হচ্ছে যে শোষণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি অর্থনৈতিক শোষণ। কিন্তু, শোষণ সাধারণত হয়ে থাকে আরও নানাপ্রকারে. । যথা-মানস-অর্থনৈতিক, আধিভৌতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক-অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক। যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণটা চলে, সেটা তখন জন সাধারণ সহজেই ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু, যখন সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কিংবা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা মানব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ চলে, তখন অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ সরাসরি সেটা বুঝতে ভুল করে ফেলেন, অবশ্য যদিও শেষ পর্যন্ত যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এসে থিতু হয়। তখন ধরা পড়েই যায়। তদ্রূপ আধ্যাত্মাক তথা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিচিত্র পদ্ধতিতে শোষণ চলে, যদিও তা শেষ অব্দী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই চলে আসে। জাত-পাতের ভেদাভেদ, বর্ণভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা-ভিত্তিক ও ডগমা-কুসংস্কারকে ভিত্তি বানিয়েও মানুষকে দাবিয়ে রাখার ফন্দি যেমন শোষকরা আঁকে, তদ্রূপ, মানুষ মানুষে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, বিদেশি ইন্ডিজেনাস ইত্যাদির ছাপ লাগিয়েও শোষণের পথ খুঁজে নেয় শোষক প্রতারকেরা।

এছাড়াও রয়েছে—ঔপনিবেশিক শোষণ (যথা ব্রিটিশ) সাম্রাজবাদী শোষণ (অতীতে তুর্কী, পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ ও বর্থমানে হিন্দী সাম্রজ্যবাদ) ফ্যাসিস্ট শোষণ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঔপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যখন মাত্রাতিরিক্ত বা চরম অবস্থায় পৌঁছে, তখন তা অতি নির্মম পর্যায়ে পৌঁছে ঘিয়ে মানবঘাতী হিংসারূপ ধারণ করে ওঠে। অতীতে এইরূপ ফ্যাসিস্ট কায়দায় শোষণ ও নিপীড়নের দৃষ্টান্ত শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিভিন্ন দেশেই তো প্রকট হয়েছে।

বর্তমানেও আমাদের দেশ উল্লেখিত প্রকারের শোষণের জাঁতাকলের বাইরে নয়। ব্রিটিশ মুক্ত শাসনেও আমরা অদ্যাবধি শোষণ মুক্ত হয়ে উঠিনি। আর সবচেয়ে বড় কথা বিগত সাত সধক ধরে নানা মোড়কে শোষক গোষ্ঠীদের দেখতে পেয়ে ভারতবাসী এখনও তাদের বা তাদের গতিবিধি ও পাতা কিছুই আঁচ করে উঠতে পারেনি। এর প্রধান কারণ, আমাদের জণগণের জন্যে প্রকৃত শিক্ষার অর্থাৎ সমাজচেতনা মূলক শিক্ষার ও আত্মচেতনালোভের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার নিতান্তই অভাব রয়েছে। তাই এই গণ্ডী থেকে দেশবাসীকে বেরোতেই হবে।

# হেমন্ত কুমার বসুর করুণ পরিসমাপ্তি

ইছামুদ্দীন সরকার

**পূর্ব প্রকাশের পর**

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে হেমন্ত কুমার বসু ভারতবর্ষের কোরিয়া যুদ্ধের নীতি সমালোচনা করলেন। অন্য দিকে স্বাধীনতার পরপরই উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল ভারতীয় নেতাদের শিরে সংক্রান্তি। কোরিয়া যুদ্ধে যখন ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আঁতাত করল, তখন হেমন্ত বসু কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই ঘনটা আন্তর্জাতিক প্রশ্নে হেমন্ত বসুর কাছে ছিল মর্যাদার লড়াই। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন, আবার আইন সভার সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন। উত্তর কলকাতা থেকে নির্দল সদস্য হিসেবে তিনি উপনির্বাচনে আবার জয়ী হলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস দলের সাতে তীব্র মতবিরোধ করে তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক গল গঠন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক শক্তিকে একত্র করে একটি শক্তিশালী দলগঠন করা। হেমন্ত কুমার বসু ওই সময় সুভাষচন্দ্রে পাশে এসে দাঁড়ান। কথিত আছে, শরৎচন্দ্রও এই সংকট মুহূর্তে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে এস আর পি দল গঠন করেন। এরপর থেকে শ্রী অনিল রায়ের মতো নেতাদের একটি ঝোঁক দেখা যায় বামপন্থী দলগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে আন্দোলনের চেষ্টা। ১৯৪৯ সালের কোনও একটি সময়ে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সভাতে শ্রী শরৎচন্দ্র বসু এবং এন এম যোশীর মতো নেতারা বাম পন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৫২ সালে খাদ্যের দাবিতে বিদানসভা অভিয়ানকারীদের উপর ক্যাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। বেশ কিছু জনকে কারারুদ্ধ করা হয়। এর মদ্যে হেমন্ত বসু, আর এস পি'র যতীন চক্রবর্তীও শামিল ছিলেন। ১৯৫৩ সালের খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল আমাদের জানা। ওই বছর থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে 'খাদ্য আন্দোলন' চলে তার কাছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়, তার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন হেমন্তকুমার বসু। বস্তুতঃপক্ষে, হেমন্ত বসুর প্রচেষ্টাতেই 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' এবং পাশাপাশি 'খাদ্য অভিযান কমিটি'ও গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। এরপর আমাদের মনে পড়ে ১৯৫৬ সালে বঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রশ্নে হেমন্ত বসুর

প্রতিবাদ আন্দোলন। এভাবে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি,' খাদ্য আন্দোলন 'স্বনিয়ন্ত্রণ আইড় প্রত্যাহার' ইত্যাদি আন্দোলনে হেমন্ত বসুকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হতে দেখা যায়। ১৯৬৫ সালের পর পশ্চিমবাংলায় একাধিক্রমে শুরু হয় ভাঙা গড়ার রাজনীতি। অজয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মতো বিশিষ্ট তথা অগ্রণী নেতার দল ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেস নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ ধরনের রাজনীতি এবং পরবর্তী কালে একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে দলীয় কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের পুরী সম্মেলনে ওই দলের ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর জেনারেল মোহন সিং, শীলভদ্র খাজী যখন ফরওয়ার্ড ব্লককে একেবারে জেউলিয়া করে কংগ্রেসে যোগদান করেন, তখন দেখা যায় এই হেমন্ত বসু ওই দলের জাগ্রত প্রহরী হিসেবে কাজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত হেমন্ত বসু সক্রিয় রাজনীতিতে অংশী হয়ে জনগণের স্বার্থে যে কোনও আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিরতিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যে কোনও ধরনের দলীয় কোন্দল তথা মতবিরোধকে এড়িয়ে গিয়ে দেশের মানুষের ক্যলাণে হেমন্ত বসু আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত বসু একটি মন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন এবং পূর্তমন্ত্রী হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করে জনগণের স্বার্থে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবেই হেমন্ত কুমার বসুর জীবনকাল তথ্য কর্ম জীবনের ইতিকথা। ১৯৭১ সালের ১৫ জানুযারি দতানীন্তন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস পি সেনশর্মা পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিলেন। ওই বছরের মোটামুটিভাবে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা তথা সৎ মানুষরা তথাকথিত উগ্র মার্কসবাদী দলের কর্মীদের হাতে খুন হয়েছিল। আমরা দেখলাম ২০ ফেব্রুয়ারি খুন হয়েছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। একের পর এক খুন হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কম ছিল না। যাই হোক, আমাদের আলোচনার বিষয় হেমন্ত কুমার বসু। তিনি বিশ্বজনমত, পশ্চিম এশিয়ার সংকট তথা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসে সেই ক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়, তাতে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দীর্ঘদিনের আকঙ্ক্ষাকে কিছুটা পরিমাণে হলেও স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাদারণ নির্বাচনে মোট ৯টি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় এবং তার সঙ্গে লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যার হ্রাস হলে কংগ্রেসী একচেটিয়া শাসনের অবসান ঘটে। হেমন্ত কুমার বসু এই রাজনৈতিক বাতাববরণটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। বহু রাজ্যে কংগ্রেসের প্রায় অবলুপ্তির প্রাক্কালে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বামপন্থী দলগুলিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছিলেন। দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ তিনি পছন্দ করতেন না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ত্যাগ, সংযম, লোভহীনতা তথা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের বর্হিপ্রকাশ হতে পারে, এমন কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। যে কথা তিনি বিশ্বাস করতেন, সেকথাই তিনি জীবন দিয়ে বাস্তবায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সেদিন মানুষটির মাথাটিতে দেহ থেকে শেষ আঘাত হানা হয় তরবারির। হয়তো বা তখনও হ্যতাকারীরা নিশ্চিন্ত ছিল না, সারাজীবন বিপ্লবীয়ানা করে হেমন্ত বসু যদি ওই আঘাতের পরেও বেঁচে ওঠেন। তাই প্রয়োজন ছিল পাইপগানের আর একটি গুলি। বলাবাহুল্য জনতার নেতা জনপথেই প্রাণ দিলেন। যে পথে শতশত আন্দোলনে দেশ জাতি ও জনতাকে নেতৃত্ব দিতে পিছুপা হননি, সেই পথে দাঁড়িয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন হেমন্তকুমার বসু। বলতে ইচ্ছে করে যে মানুষটি সমস্ত জীবন ধরে পথের মানুষকে আপন করেছিলেন, আবার সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন, দুঃস্থ মানুষের জন্য কেঁদেছেন,যে পথে অগণিত মানুষ তাঁকে প্রণাম করেছেন, সেই পথেই গুপ্ত ঘাতকরা তাঁর জীবন কেড়ে নিয়েছিল। সেদিনের প্রবল উত্তেজনা, শোকাবহ পরিবেশ আর নেই। যে মানুষগুলো সেদিন চোখের জলে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন, ওদের মধ্যে অনেকে আজ নেই। ওইদিন অনেকের মুখে ছিল এমন একটি বাক্য যে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হয়েও বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না। যে কেউ তাঁর কাছে গিয়েছেন, তাঁকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়নি। অনেকেই সেদিনের ওই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে 'জঙ্গলের রাজত্ব' আখ্যা দিয়েছিএলন। যদিও। বা ওই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির আবির্ভাব আমরা আজও দেখি। এই তো সেদিন কোনও একটি রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হল কলকাতাস্থ বিদ্যাসাগর কলেজে। এভাবে আমরা কোথায় চলেছি, তা যেন তথাকথিত উদ্ধত রাজনৈতিক উল্লাসে হারিয়ে গেছে। আমাদের শুভবুদ্ধি যখন তখন লোপ পেয়ে যায়। প্রিয়জনকে হারিয়ে আমরা শোকাতুর হয়ে পড়ি, নানাবাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, আর ও কত কী। হেমন্ত কুমার বসুর মতো নিঃষ্কলঙ্ক মৃত মানুষটির শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকারী, হিসেবে আমাদের কতখানি অধিকার আছে বা নেই, এমন প্রশ্ন জাগে।

**(সমাপ্ত)** (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

## জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের ভিড় এড়াতে এবার নয়া উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

কলকাতা,১৮ মার্চ (হি. স.) :করোনা থাবা পরেছে কলকাতায় ঊ তাই চিকিৎসকরা বলছেন ভিড় এড়িয়ে চলতে ঊ তাই এবার কলকাতা পুরসভার জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের ভিড় এড়াতে নয়া উদ্যোগ নিচ্ছে পুরসভা ঊ এবার ড্রপবক্সে আবেদন জমা করবেন জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের আবেদন কারীরা। কলকাতা পুরসভার জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের ভিড় এড়াতে নয়া উদ্যোগ পুরসভার ঊ এক্ষেত্রে আর লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা নয় ঊ এবার ড্রপবক্সে আবেদন জমা করবেন জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের আবেদন কারীরাঊ এসএমএস করে বা ফোন করে পাঁচজনকে প্রতি ঘন্টায় ডাকা হবে। করোনার আতঙ্কের জেরে পুরসভার এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঊ এই প্রসঙ্গে কলকাত পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "গত দুদিন ধরে আমরা জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের লাইনের খবর করেছি ঊ জরুরি বৈঠকে মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য ডেপুটি মেয়র ও মেয়রের স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত'।

## ঝাড়গ্রামে করোনা ভাইরাস ঠেকাতে গান,ছড়া লিখে প্রচারে লোক শিল্পীরা

ঝাড়্গাম, ১৮ মার্চ ( হি. স.) : করোনা ভাইরাস ঠেকাতে গান,ছড়া লিখে মাদল ,ঝুমকা নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু করলেন লোক শিল্পীরা। ঝুমুর গানের সুরে কি করবেন আর কি করবেন না তার সচেতনতা করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে তার জন্য প্রচার করলেন ।লোক শিল্পীদের এহেন উদ্যোগ দেখে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষেরাও দারুন উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ।তারিফ করছেন লোক শিল্পীদের ।বেলপাহাড়ির মতো একটি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম বামুনডিহা।

এই গ্রামে বুধাবার দেখা গেল অন্য চিত্র ।লোক শিল্পীরা ছড়া,গান গেয়ে গ্রামে প্রচার করছেন ।পৌছে যাচ্ছিলেন গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ।ছড়া বলে,স্বাস্থ্য সচেতনতার নানা উপায় বলে সচেতন করছিলেন গ্রামবাসীদের ।সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মাহামারির আকার নিয়েছে ।আতঙ্কের ঢেউ এসে পড়েছে ভারতবর্ষেও ।মৃত্যুর খবরও আসছে ।আর সেই আতঙ্ক থেকে বাদ নিয়ে রাজ্যের জেলা গুলি ।কেবল জেলা নয় গ্রামীন এলাকার মানুষেরাও ভীত ।ভীড় এড়াতে হাট গুলিতেও লোক কম আসছে ।সেই জায়গা থেকে গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে গ্রামীন লোক শিল্পীরা মাঠে নামলেন ।বামুনডিহা গ্রামের নরহরি বর্ধন,রঞ্জিত মাহাতো,ধরনী দেশয়ালী,ছত্রমোহন মাহাতো,যাদব মাহাতো,পিজুস মাহাতোরা একযোগে লোক সংগীতের সুরে,তালে মাদলের বোলে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করলেন ।তাদের উদ্দেশ্য একটাই শহরে তো প্রচার বেশি। গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চালার সচেতনতা প্রয়োজন ।বর্তমান পরিস্থিতে গ্রামবাসীকে সজাগ করতেই তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন লোক শিল্পীরা ।বামুনডিহা গ্রামেই বাস বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুশ্রী করের ।এদিন লোক শিল্পীর দল তার বাড়িতেও পৌছে গিয়েছিল ।অনুশ্রী কর বলেন " ওনার আমারা বাড়িতেও এসেছিলেন স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে প্রাচর করতে ।গানে গানে তার প্রচার করেছেন ।ওনাদের এই উদ্যোগ খুবই ভালো ।গ্রামবাসীরাও সচেতন হবেন।"গানের লেখক লোক শিল্পী নরহরি বর্ধন বলেন " আমারা সবাই মিলেই ঠিক করেছিলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে সচেতনাতা মূলক বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ।আমাদের আছে বলতে গান বাজনা রয়েছে ।তাই ঝুমুরের সুরে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে গানে গানে প্রাচার করেছি।"

বুধবার নয়াদিল্লি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রমেশ পোখারিয়েল ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আয়োজন করেন এক বৈঠকের। ছবি- পিআইবি

# আগামী এক-মাস প্রতিবাদ কর্মসূচি-জনসভায় অংশ নেবে না বিজেপি : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে আগামী এক-মাস কোনও ধরনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচি রাখবে না ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)ঊ এমনকি আগামী এক-মাস কোনও জনসভাও করা হবে না বিজেপির পক্ষ থেকে। বুধবার এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাঊ জে পি নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'মঙ্গলবার সংসদীয় পার্টির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছিলেন, করোনার প্রেক্ষিতে যে কোনও ধরনের আন্দোলন, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে বিরত থাকা উচিত আমাদেরঊ তাই বিবেচনা করা হয়েছে, আগামী এক-মাস কোনও ধরনের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেবে না বিজেপি।

দলীয় নেতৃত্বের উদ্দেশে জে পি নাড্ডা আরও জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে যদি দলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক অথবা রাজনৈতিক নেতাকে স্মারকলিপি জমা দিতে হয়, তাহলে ৪-৫ জন দলীয় কর্মী স্মারকলিপি জমা দেবেন, কিন্তু জমায়েত এড়িয়ে চলুনঊ সমস্ত রাজ্য ইউনিটকে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছেঊ' অর্থাতকরোনাভাইরাস রুখতে আগামী এক-মাস কোনও ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেবে না ভারতীয় জনতা পার্টি।

## পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার, যোগ্য জবাব ভারতের

জম্মু, ১৮ মার্চ (হি.স.): ফের একবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালিয়ে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানঊ এবার পাক সেনাবাহিনীর নিশানায় ছিল পুঞ্চ জেলার শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরঊ বুধবার শাহপুর ও কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালায় পাক সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনা চৌকি লক্ষ্য করে মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাঊ গোলাগুলির লড়াইয়ে পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাঊ ভারতের তরফে কোনও প্রাণহানি অথবা ক্ষয়ক্ষতির হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালাচ্ছে পাক সেনাবাহিনীঊ এর আগে মঙ্গলবারও পুঞ্চ জেলায় ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাক সেনাঊ পাক সেনাবাহিনীর লাগাতার হামলার জেরে ভয়ের মধ্যে রয়েছেন নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বসবাসকারী মানুষজন।

## অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বৈষ্ণোদেবী যাত্রা জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন

জম্মু, ১৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল ক বো না ভা ই বা স ঊ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যঊ জারি করা হয়েছে বিভিন্ন বিধিনিষেধঊ করোনার প্রেক্ষিতে এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হল শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রাঊ বুধবার (১৮ মার্চ) থেকেই শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত করা হয়েছেঊ এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরে আসা এবং যাওয়া, আন্তঃরাজ্য বাস পরিষেবাও বুধবার থেকে স্থগিত করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার, তথ্য এবং জন সংযোগ দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে বুধবার থেকে স্থগিত করা হয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রাঊ এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরে আসা এবং যাওয়া, আন্তঃরাজ্য বাস পরিষেবাও বুধবার থেকে স্থগিত করা হয়েছেঊ জম্মু ও কাশ্মীরে করোনা ঠেকাতই এই পদক্ষেপ নিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

## রাজস্থানে ডাম্পার-গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জনের

জয়পুর, ১৮ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের আজমের জেলায় যাত্রীবাহী গাড়ি এবং ডাম্পারের সংঘর্ষে অকালেই প্রাণ হারালেন ৫ জনঊ বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আজমের জেলার রূপানগড় শহরে, জয়পুর রোডেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-সঞ্জয় শর্মা, অমিত, সুরেন্দ্র, মনোজ এবং সন্দীপ পুনিয়াঊ প্রত্যেকের বয়স ৩০-৩২ বছরের মধ্যেঊ প্রাইভেট গাড়িতে চেপে তাঁরা হরিয়ানা অভিমুখে যাচ্ছিলেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রূপানগড় শহরে, জয়পুর রোডে যাত্রীবাহী গাড়ি এবং ডাম্পারের জোরালো সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, ৫ জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ কী কারণে দুর্ঘটনা, জানতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ১০০, সংক্রমিত ৫,৮০৯ জন

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আমেরিকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুঊ বুধবার পর্যন্ত আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছেঊ মারণ এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকার ৫০টি স্টেটেঊ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে ৫,৮০৯ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, মার্চ মাসের শুরুতে আমেরিকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬২ঊ কিন্তু,১৮ মার্চের মধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৮০৯-তে গিয়ে ঠেকেছেঊ প্রাণও হারিয়েছেন কমপক্ষে ১০০ জনঊ সংক্রমিতদের মধ্যে অধিকাংশই ওয়াশিংটন স্টেট, ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্কের বাসিন্দা। করোনা-হানায় আমেরিকায় এখন জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে।

## ভিমা কোরেগাঁও হিংসা : শরদ পওয়ারকে তলব কমিশনের, ৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ১৮ মার্চ (হি.স.): ভিমা কোরেগাঁও হিংসা মামলায় ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র সুপ্রিমো শরদ পওয়ারকে সমন পাঠাল ভিমা কোরেগাঁও কমিশনঊ আগামী ৪ এপ্রিল এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ভিমা কোরেগাঁও কমিশনঊ ২০১৮ সালে মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় ভিমা কোরেগাঁও হিংসার তদন্ত করছে ভিমা কোরেগাঁও কমিশন, এই হিংসার সাক্ষী হিসেবে আগামী ৪ এপ্রিল শরদ পওয়ারকে তলব করেছে কমিশনঊ প্যানেলের আইনজীবী আশীষ সাতপুতে বুধবার এ কথা জানিয়েছেন।

মুম্বইয়ে হাজিরা দিতে হবে শরদ পওয়ারকেঊ বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জে এন প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন এই কমিশন ভিমা কোরেগাঁও হিংসার তদন্ত করছে।

## পশুপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ! নন্দনকাননে পুরুষ চিতাবাঘের মৃত্যু

ভুবনেশ্বর, ১৮ মার্চ (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদঊ ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্কে মৃত্যু হল একটি পুরুষ চিতাবাঘের। নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্কের অন্যতম আকর্ষণ, পুরুষ চিতাবাঘ সুরজের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে সুরজের

ছয়ের পাতায়

## করোনা: এবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধুয়ে উঠতে হবে অটোয়

কলকাতা,১৮ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম ওড়ার জোগার শহরবাসীর ঊ আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বন্ধ স্কুল , কলেজ ,সিনেমা হল থেকে একাধিক দর্শনীয় স্থানঊএরই মাঝে কলকাতায় থাবা বসিয়েছে করোনা ঊতাই এবার করোনা সচেতনতায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধুয়ে উঠতে হবে অটোয়ঊএমনই দৃশ্য ধরা পড়ল গড়িয়াতে।

করোনা সংক্রমন আটকাতে এবার নিজেরাই উদ্যোগ নিল গড়িয়া অটো ইউনিয়নঊযাত্রীদের হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করে তোলা হচ্ছে অটোয় ঊপাশাপাশি সচেতনতায় বিলি করা হচ্ছে লিফলেটওঊইউনিয়নের তরফে অটো চালকদের তুলে দেওয়া হচ্ছে মাস্কঊকরোনা আটকাতে কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না শহরতলি কলকাতা।

## দেশে ফিরেই আইসোলেশনে জিৎ-মিমি-বিশ্বনাথ

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি. স.) : বুধবার সকালে অভিনেতা জিৎ এবং অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী সহ গোটা 'বাজি' টিম কলকাতায় ফিরে আসেন। এদিন সকাল পৌনে আটটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন।

করোনা আতঙ্কের জেরে আজ থেকে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত টলিপাড়ায় বন্ধ শুটিং। বন্ধ থাকবে সমস্ত সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের কাজ। যার জেরে আউটডোরেও যার শুটিং করছিলেন তাঁরা এই মুহূর্তে দেশে ফিরছেন। আজ কলকাতায় ফিরে মিমি জানান, তাঁরা শুটিং সেটে সুরক্ষা কথা আগেই ভেবেছিল। সেই অনুযায়ী নিজেরা সতর্কতা নিয়েছিলেন। কিন্তু লন্ডনবাসী নিজেরাই করোনা নিয়ে তেমন সতর্ক নন। তাঁরা রাস্তায় স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত করেন। খুব একটা কারও মুখে মাস্কও নাকি থাকে না।

বিদেশে ঘুরতে গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ বসু। তিনিও লন্ডন থেকে দেশে ফিরলেন আজ। মিমি-জিৎ-বিশ্বনাথ কারোর দেহেই করোনা সংক্রমন মেলেনি। কিন্তু তবুও সকলেই নিজেদের আগামী ১৪ দিন আইসোলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

# বিএসএনএল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : বিএসএনএল বন্ধ করে দেওয়া এবং বিক্রি করে দেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা সরকারের নেই। বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষ দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে এই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

এদিন লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আরএসপি সাংসদ এনএসপি প্রেমাচন্দ্রনের প্রশ্ন উত্তরে রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, বিএসএনএলের পুনরুজ্জীবনের জন্যে গতবছর সরকার প্যাকেজ এনেছিল। ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই সংস্থার ১,৫৫,২৯৬ কর্মীর মধ্যে ৭৮,৫৬৯ স্বেচ্ছাবসর নিয়েছে। কর্মীদের মাইনের দিতে দেরি হওয়ার প্রশ্নের উত্তরে রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, বিএসএনএলের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাইনে দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের। বিএসএনএল এবং এমটিএমএলের পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্র। টেলিকমুউনিকেশনের ক্ষেত্রে এই দুই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘ সময় ধরে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে বিএসএনএল। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-তে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে। বিএসএনএলের স্থায়ীকর্মীদের মাইনে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প কেবল মাত্র স্থায়ী কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ২০১৯ সালের ৪ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রকল্প কার্যকর ছিল।

## ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫১

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত চার। সব মিলিয়ে চিনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৭ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ১৫১। এই চারজনের মধ্যে দিল্লির একজন, বেঙ্গালুরু দুই এবং নয়ডার একজন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতের ১৪টি রাজ্যে এবং তিনটি কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল করোনায় আক্রান্ত। এর মধ্যে দিল্লি ৯, কেরলে ২৫, উত্তরপ্রদেশে ১৫, হরিয়ানায় তিন, মহারাষ্ট্রে ৩৯, কর্ণাটকে ১১, অন্ধ্রপ্রদেশে এক, জম্মু ও কাশ্মীরে তিন, তামিলনাড়ুতে এক, তেলেঙ্গানায় চারজন আক্রান্ত। ওড়িশা, উত্তরাখন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত একজন করে। এই ১৫১ জনের মধ্যে ১৪ জনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ২৫জন বিদেশি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে লব আগ্রওয়াল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। জনগণের অযথা ভয় পাওয়া উচিত।

## বাংলাদেশে করোনায় প্রথম মৃত্যু, বাড়ছে উৎকণ্ঠা

ঢাকা, ১৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রথম মৃত্যু হল বাংলাদেশেঊ কিডনি, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস-সহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন একজন বৃদ্ধ, তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেনঊ করোনায়া আক্রান্ত ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার বিকেলে ঢাকার মহাখালীতে রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর) ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে করোনায় সংক্রমিত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে একজন বৃদ্ধেরঊ করোনায় সংক্রমিত ছাড়াও ওই বৃদ্ধ কিডনি, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন তিনি।

## হুগলির বাজারে মাস্ক কালোবাজারি রুখতে অভিযান প্রশাশনের

হুগলী, ১৮ মার্চ (হি. স.) : বেশ কয়েকদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল দোকনে মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না।যদিও কোনো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে তার দাম লাগামহীন নিচ্ছে দোকানদারেরা। এবার মাস্ক এর এই কালোবাজারি

রুখতে পথে নামলো প্রশাশন। চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ ও বৈদ্যবাটি পৌরসভার পৌরসদস্যরা হুগলীর শেওড়াফুলির বিভিন্ন ওষুধের দোকান ঘুরে করোনা ভাইরাস নিয়ে মাস্ক নিয়ে কালোবাজারি রুখতে হানা দিল।কোনো কোনো ওষুধের দোকানে মাস্ক পেলেও একটি দোকানে অতি সাধারন মানের কালো রঙের কাপড়ের মাস্ক বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়।

মাত্র দশ টাকার মাস্ক ৪০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে দেখে মাস্ক গুলি বিক্রি বন্ধ করে দিল দোকানে আসা প্রশাশনের আধিকারিকেরা।এরই পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দোকানদার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।এবং আরও দোকানদার দের সতর্ক করা হয় যাতে সঠিক দামে মাস্ক বিক্রি করা হয়।যদিও অভিযুক্ত দোকানদারের দাবি

অত্যাধিক মুল্যেই তাদের মাস্ক পাইকারি কিনতে হচ্ছে। সেখানে যে দামে কেনা হচ্ছে সেই দামেই বিক্রি করা হচ্ছে। তার কোনো দোষ নেই। এদিকে এই অভিযানে সামিল পৌরসদস্য ভাই ঘোষ জানান সাধারন মানুষ সমস্যায় পরবে আর কিছু লোক এই সুযোগে ফায়দা নেমে এটা হতে পারেনা। শুধু আজ নয় আগামি দিনেও এই মাস্ক এর কালোবাজারি রুখতে নজর রাখবো আমরা।

# অসমকে 'অশান্ত অঞ্চল' ঘোষণা করে গোটা রাজ্যে ফের বলবৎ আফস্পা

গুয়াহাটি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : অসমে আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা বা এএফএসপিএ) ১৯৫৮। রাজ্যকে 'অশান্ত অঞ্চল' বিবেচনা করে অসম সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে এর সময়সীমা আরও বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্যের কয়েকটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী সংগঠন মূলস্রোতে ফিরে আসলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ছয় মাসের জন্য বলবৎ করা হয়েছিল আফস্পা। এর মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে আরও ছয়মাসের জন্য আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট বলবৎ করা হল।

উগ্রপন্থীজনিত ঘটনাবলি গত কয়েক বছরে হ্রাস পেয়েছে বলে অসম থেকে 'অশান্ত অঞ্চল' এবং আফস্পা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছিল। উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-র নাশকতায় রাজ্যের বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। তখন, ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর অসমে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) বলবৎ করা হয়। ইতিমধ্যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তথ্যের ভিত্তিতে সুদীর্ঘ ৩০ বছর পর গত মে মাসে অসম থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। কিন্তু, রাজ্যের সাম্প্রতিককালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে অসমের গৃ ও রাজনৈতিক বিভাগ আফস্পা-কে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারিভাবে বলা হয়েছে, "অসমের গত ছয় মাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অসম সরকারের গৃহ ও রাজনৈতিক বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ৩ অনুযায়ী সমগ্র অসম রাজ্যকে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত 'অশান্ত অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করেছে।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশের তেরোটি জেলায় আফস্পা বহাল আছে। ত্রিপুরা এবং মেঘালয় থেকে ইতিমধ্যে এই আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

# করোনা সংক্রমণের জেরে বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি. স.) : দেশে ক্রমশই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা। খুব প্রয়োজন ছাড়া ট্রেন সফর নয়, এমনটাও পরামর্শ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা সংক্রমণের জেরে বেশ কিছু ট্রেনও বাতিল করা হচ্ছে। বিভিন্ন রেলওয়ে জোনেই বিভিন্ন সময় ট্রেন বাতিল করার খবর প্রকাশ্যে আসছে,

এই বাতিল তালিকায় যেমন রয়েছে মেল ট্রেন তেমন রয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেসও। এখনও পর্যন্ত মোট ৮৫ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যদিও রেল বলছে যে আসলে যাত্রী সংখ্যা কম থাকার কারণেই ওই ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। মুম্বই এবং নয়া দিল্লির মধ্যে রেলপথে যোগযোগ রক্ষাকারী ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) - নিজামুদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেসের চলাচল আপ-ডাউন, দু"দিক থেকেই আপাতত বাতিল করা হয়েছে। আপে ২০, ২৩, ২৭ এবং ৩০ মার্চ এবং ডাউনে ২১, ২৪, ২৬ এবং ৩১ মার্চ চলাচলের কথা ছিল ট্রেনটির, সেই পরিষেবা আপাতত বাতিল করা হয়েছে। ওদিকে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস (এলটিটি) - নিজামাবাদ এক্সপ্রেসের দু"দিকে চলাচল আগামী ২১ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত বাতিল করার ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়াও কলকাতা এবং মুম্বইয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী হাওড়া-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস আগামী ২৪ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত বাতিল করা হচ্ছে, আপ-ডাউন, দু"তরফেই বন্ধ থাকবে ওই ট্রেন। এলটিটি-মানামাদ এক্সপ্রেস ১৮ থেকে ৩১ মার্চ, মুম্বই-পুণে প্রগতি এক্সপ্রেস ১৮ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল এবং মুম্বই-পুণে ডেকান এক্সপ্রেস আপ-ডাইন দুই দিকেই ১৮ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। এলটিটি-আজনি এক্সপ্রেস ২০ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত আপ-ডাইন দুই তরফেই চলবে না। একইভাবে, মুম্বই-নাগপুর নন্দীগ্রাম এক্সপ্রেস ২২ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত উভয় দিকেই বাতিল করা হয়েছে।

## করোনা আক্রান্ত যুবকের ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে এবার বিশেষ দল পাঠাচ্ছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা,১৮ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্কের মাঝেই কলকাতায় থাবা বসিয়েছে করোনা ঊ এ রাজ্য প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের এক আমলার লন্ডন ফেরত ছেলে।অভিযোগ দু'বার পরামর্শ দেওয়া হলেও প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি হননি সেই তরুণ ঊ আর সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার ঊ করোনা আক্রান্ত ওই যুবকের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি ঊ এবার সেই ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ দল পাঠাচ্ছে কলকাতা পুরসভা।

বুধবার এমনটাই জানান ডেপুটি মেয়র তথা মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ ঊ শুধু তাই নয়, ওই ওয়ার্ডে যতগুলো স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে সেগুলির ওপরও বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ঊ পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হয়েছে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলোকেও ।

পুরসভা সূত্রের খবর, ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড এর পাশাপাশি নজরদারি চালানো হবে দক্ষিণ কলকাতার আরও ১৬ টি ওয়ার্ডে ঊ সেক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখা হবে পঞ্চসার, পাটুলি ও গড়িয়া এই এলাকা গুলির ওপর ঊ সূত্রের খবর, এই সমস্ত এলাকা গুলির মধ্যে যত গুলো স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত যা কিছু পরীক্ষা রয়েছে তার সমস্ত রিপোর্ট আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে চেয়ে পাঠিয়েছেন পুরস্বাস্থ্য অধিকর্তা ঊ এমনকি ওই সমস্ত এলাকার বেসরকারি স্বাস্থ্য দফতর গুলোর রিপোর্ট ও চাওয়া হয়েছে ।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ মার্চ ওই যুবক ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছিলেন স্বরাষ্ট্র দফতরের এক উচ্চপদস্থ আমলার ছেলে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি ঊ অভিযোগ উঠেছে, দু'বার পরামর্শ দেওয়া হলেও প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি হননি ওই তরুণ ঊ গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পরিবারের দায়িত্বজ্ঞানবোধ ঊ শরীরে সংক্রমণ নিয়ে গত রবিবার লন্ডন থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন ওই তরুণ ঊ বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ঊ কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেন ঊ এরপর মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে যান ওই তরুণ। সেখানে ডেপুটি সুপারের ঘরে তাঁকে পরীক্ষা করেন হাসপাতালের করোনা সংক্রান্ত নোডাল অফিসার ঊ সঙ্গে ছিলেন একজন রোগী সহায়কও ঊ সূত্রের খবর, ওই দিনও তাঁকে বেলেঘাটা আইডিতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেনঊ এরপর গতকাল নবান্নের তরফে বেলেঘাটা আইডির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হন করোনা আক্রান্ত ওই তরুন।

## করণা সংক্রমণ রুখতে জেলা প্রশাসনিক ভবনে ও সরকারি দফতরে বায়োমেট্রিক বন্ধের সিদ্ধান্ত

বীরভূম, ১৮ মার্চ (হি. স.) : করণা সংক্রমণ রুখতে জেলা প্রশাসনিক ভবন ও সরকারি দপ্তরে বায়োমেট্রিক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রামিত হতে পারে একাধিক হাতের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে আসা জীবাণুর মাধ্যমে। গত কয়েক দিনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি বীরভূম জেলা প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাস সন্দেহজনক ব্যক্তি কে নির্দিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ডের রাখার পাশাপাশি কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে সেই ব্যক্তির বাড়িতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নজর রাখা হচ্ছে সেই সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর।

এছাড়া বীরভূম জেলা প্রশাসন ভিনদেশ ভিন রাজ্য থেকে আগত লোকেদের ওপর বিশেষ নজরদারি রাখা শুরু করলো। ভিনদেশে অথবা ভিন রাজ্যে কর্মসূত্রে থাকা এই জেলার বাসিন্দাদের তালিকা প্রস্তুত করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই প্রশাসন। ভিনদেশ বা ভিন রাজ্য থেকে যদি কেউ এ জেলায় প্রবেশ করে তাহলে তাদের

ছয়ের পাতায়

## পাঞ্জাব ফেরত তরুণকে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশনে পাঠালো ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

ঝাড়্গাম, ১৮ মার্চ ( হি. স.) :- সর্দি-কাশি উপস্বর্গ নিয়ে পাঞ্জাব ফেরত এক তরুণকে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশনে পাঠালো ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণের নাম শান্তনু বাগ (২০)। বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার তপশিয়া

অঞ্চলের মহলি গ্রামে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহ আগে শান্তনু বাগ পাঞ্জাব থেকে তার নিজের গ্রাম মোহলিতে আসেন। জানা গিয়েছে শান্তনু দীর্ঘদিন ধরেই কর্মসূত্রে পাঞ্জাবে থাকতেন। বাড়ি ফেরার পর এই সর্দি কাশির উপস্বর্গ দেখা দেয় তারপর বুধবার সকালে তাকে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও রকম ঝুকি না নিয়ে তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে কয়ারেন্টাইন করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এ নিয়ে তিনজন করোণা আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে কয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। যার মধ্যে একজন সি আর পি এফের জওয়ান শিশু পাল। তিনি কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন। দ্বিতীয় জন বধুহত্যায় অভিযুক্ত রাজীব ভুঁইয়া তিনি দুবাই থেকে বাড়ি ফিরে জেলে রয়েছেন। জেলে থাকা কালীন আক্রান্ত সর্দিকাশি জ্বর উপস্বর্গ দেখা দিলে তাঁকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়েছে। আর তৃতীয় ব্যক্তি হল পাঞ্জাব ফেরত তরুণ শান্তনু বাগ।

উল্লেখ্য ঝাড়গাম জেলা জুড়ে তীব্র করোনা আতঙ্ক রয়েছে ইতিমধ্যে কলকাতায় করোনা ধরা পড়ায় তার জেরে এসে পড়েছে জঙ্গলমহলের প্রভাব এসে পড়েছে এদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না এবিষয়ে ঝাড়্গাম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মিথ্যা বলেন সর্দি-কাশি উপস্বর্গ নিয়ে ওই যুবক হাসপাতালে আসেন। বৃহত্তর স্বার্থে তাকে এই আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য দেশ জুড়ে করোনা আক্রান্তের খবর ছড়ানোর পর থেকেই ঝাড়্গাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরও বিভিন্ন সচেতনতা মুলক ব্যাবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকারের। জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে বিঞ্জপ্তি জারি হয়েছে সেগুলি পোস্টার আকারে ঝাড়্গাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় এবং পুর সভা এলাকায় সাঁটানো হয়েছে। সাধারন মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি নেমে চলার কথা বলা হচ্ছে।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

## অবাদি পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়। সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে। রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালিরদেহে প্রবেশ করে। আঠালিরদেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়েযায়এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীস্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

## যেভাবে ভেড়া পালনে লাভবান হবেন

ভেড়া ও ছাগল পালনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। তবে ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজ। নিমে আমাদের দেশে ভেড়া পালনকারী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে ভেড়া পালনের সাধারণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হল। ভেড়ার বাসস্থান ঃ প্রত্যেক জীবনের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চালিদা হল একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ভেড়ার রাখার জন্য অধিকাংশই কৃষকেরই ভাল ঘর নেই। তাছাড়া ২০/৩০ টির বেশি ভেড়া আছে এমন খামারিদের ভেড়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিকভাবে পালিত ভেড়া রাখা হয় কৃষকের ঘরের মাচা বা চৌকির নিচে বা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা বেঁধে তারমধ্যে যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ কম। কিন্তুসামান্য খরচ করেই ভেড়া রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাস্থান তৈরি করা যায়। ছাগল বা ভেড়া বাসস্থান তৈরির সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ভেড়ারঅন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট আঁশ জাতীয় খাদ্য, লতাপাতা প্রভৃতি সহজেই সাধারণ শর্করাতে পরিণত করতে পারে। এছাড়া ভেড়া অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় এবং খড় জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভেড়ার চরে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাছাড়া বর্তমান সময়েও আবদ্ধ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন একটি বিরল ঘটনা। গরু, ছাগল এবং পোলট্রি আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা হয় এবং এজন্য তাদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যেহেতু চরে খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষিট প্রাপ্তি ঘটে না তাই বয়স ভেদে নিম্নোক্ত মিশ্রণের দানাদার প্রতিদিন ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খাওয়ানো যেতে পারে।

বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণে নমুনা ক্রমিক নং খাদ্য উপাদান কেজি বাচ্চা বাড়ন্ত ভেড়া বয়স্ক ভেড়া বয়স্ক ভেড়া চাল গম ভুট্টা ভাংগা ৩০.১৫ বিভিন্ন ধরনের ডালের ক্ষুদ্র ৫ ৩। গমের ভুষি/ চালের কুড়া ২৯.৪৫ ৫০

৪. ডালের ভূষি/ খোসা ৫ ১৫ ১৫

৫। খৈল ২৫ ২০ ২০

৬। প্রোটিন কনসেন্ট্রট ২৫ ১১ ৭ ডিসিপি

৮। লবণ ১ ১৫ ১৫ ৯। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ০.৫ ০.৫

মোট ১০০ ১০০ ১০০

রোগ বালাই ভেড়ার রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে এন্টরোটক্সিমিয়া আমাশায়, ধনুষ্টংকার, ক্ষুধা, একথাইমা, পিপিআর, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি রোধ হতে পারে। ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় বিষয় হয় নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা। গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, কলিজাকৃমি, ভেড়াকে আক্রমণ করে। প্রতি ২/৩ মাস পরপর ভেড়াকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ভেড়াকে নিয়মিত শেয়ারিং করা বা পশম কাটা হয় না। তাই শরীরে বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবী বাসকরে এবং বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। এজন্য বছরে অন্তত দু'বার ভেড়ার পশম কাটতে হবে এবং স্নান করাতে হবে তাহলে উকুন, আঠালি, টিক ইত্যাদির প্রকোপ কম হবে। নিয়মিত পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ভেড়ার বাচ্চাকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

বেড়ার প্রজনন

অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর মতোই ভেড়ার প্রজনন। ভেড়াকে বলা হয় সিজনাল ব্রিডার যদিও কিছু কিছু ভেড়া সারা বছর ধরে প্রজনন হয়। ভেড়া সাধারণতঃ ৬-৮ মাসে প্রজনন উপযোগী হয় এবং পুরুষ ভেড়া ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। তবে জাত ভেদে এই বয়সের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফিনশিপ জাতের ভেড়ি ৩-৪ মাস বয়সে এবং মেরিনো ভেড়ি কোন কোন সময় ১৮-২০ মাস বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভেড়ার ঋতুচক্র ১৭ দিন পর পর আবর্তিত হয়। গর্ভকাল ৫ মাস। ১০-১২ টি ভেড়ির জন্য একটি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট।

ভেড়া পালনের উপযোগীতা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেড়া পালন করা হয় প্রধানত মাংস এবং উলের জন্য। আমাদের দেশে কোন উপযোগিতা অনুসরণ করে ভেড়া পালন করা হয় না।

## অড়হর চাষ

অড়হর শাখা প্রশাখাযুক্ত গুল্ম উদ্বিদ। এটি ২ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছ শক্ত হলেও শাখা প্রশাখা নরম। গাছ শক্ত হলেও শাখা প্রশাখা নরম। প্রতিটি বৃন্তে ৩ টি করে পাতা থাকে। পাতাগুলি ৫-৭ সেমি লম্বা ও ১-১.৫ সেমি চওড়া হয়। ভারত বাংলাদেশ সর্বত্র এ গাছ দেখা যায়। তবে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারে এ ব্যাপক চাষ হয়। অড়হর গাছ উত্তোলন করা হয় কারণ গরু ছাগল এর পাতা খুব একটা খেতে চায় না। এইগণেশ প্রজাতির সংখ্যা ২। নীলনদের উপত্যকা এর আদি নিবাস।

বীজ সংগ্রহ ও চারা উত্তোলন

বীজ সংগ্রহ ঃ অরহড়ের বীজ সংগ্রহের সময় নভেম্বর -ডিসেম্বর মাস। প্রতি কেজিতে ৮০০০-৯০০০ টি বীজ পাওয়া যায়। জুলাই আগস্ট মাসে ছোট বোঁটায় ফুল ফোটে। ফুল পীতবর্ণ এবং শিরাগুলো লাল বর্ণ। গুঁটি ৬-৯ সেমি লম্বা। প্রত্যেক গুটিতে ৩-৫ টি বীজ থাকে এবং নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। প্রতিটি পড়ে ৩/৫ বীজ/ অড়হর থাকে। শুঁটি রোদে শুকালে বীজ আলাদা হয়ে যায়। বীজ ৪/৫ মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

চারা উত্তোলন ঃ এপ্রিল মে মাসে বীজতলা অথবা রোপণ স্থানে সরাসরি বীজ বপন করা হয়। বীজ ৭-৮ দিনের মধ্যে গজায় এবং ভাল বীজের অঙ্কুরোদগম হবে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ভাল হয়।

ঔষধি গুণ ঃ ১) অড়হরের প্রধান ব্যবহার ডায়াবেটিস ও জন্ডিসের নিরাময়ে। জন্ডিসের প্রথম অবস্থায় পাতার রস ৩/৪ চামচ একটু গরম করে খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। ২) ডায়াবেটিসে অড়হর পাতার রস একটু গরম করে খাবেন অথবা মূল ৮-১০ গ্রাম ছেঁচে দুই কাপ জলে সিদ্ধ করে আধা কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে খেলে বেশি উপকার হয়। ৩) পিত্ত শ্লেষ্মাজনিত কাশিতে অড়হর পাতার রস ৭/৮ চামচ একটু গরম করে একটা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে কাশি কমে যায়। ৪) অরুচি যত পুরনোই হোক না কেন, অড়হর ডালের জুস অল্প আদা ও মরিচ বাটা দিয়ে সাঁতলে বারে বারে একটু একটু করে খেতে হবে। ৫) জিহ্বার ক্ষতে কয়েকটি কচি পাতা ভাল করে ধুয়ে অল্প থেঁতো করে নিয়ে সেটা আস্তে আস্তে চিবাতে হবে। এভাবে ২/৩ দিন করতে ক্ষত সেরে যাবে। তবে এ সময় একটু জ্বালা করতে পারে। ৬) হাতে পায়ে জ্বালা রোধ হলে অড়হর পাতার রস হাতে পায়ে মেখে ঘন্টাখানেক পরে ধুয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়। ৭) সাপের দংশন ও ফোলা প্রদাহে অড়হর বিচি বাটা প্রলেপ ব্যবহার করা হয়।

## আমের রোগবালাই, পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

## টারমানিকের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে। এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে ( ১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিসিটন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকুল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কান্ডোজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম ( ৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

## কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

## পিৎজা সরবরাহ করবে রোবট

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় পিৎজা সরবরাহকারী যান হতে যাচ্ছে 'ডমিনোস ড্র' । অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে পিৎজা সরবরাহ করবে এই রোবট। ব্রিসবনে গত বৃহস্পতিবার নতুন এই রোবটটির বিশেষ প্রদর্শন হয়।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ম্যারাথন টারগেটস এবং ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে তৈরি করেছে ডরু। এতে ব্যবহার হয়েছে প্রতিষ্ঠানের জিপিএস ট্র্যাকিং ডাটা। সেই সঙ্গে আছে সেন্সরি সিস্টেম। এর মাধ্যমে নানা বাধা অতিক্রম করতে পারে ডরু। সঠিক পথ নির্ণয় করে সহজেই পৌঁছে যায় গ্রাহকের ঠিকানায়। সবই চলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে চার চাকার এই রোবট তার পরীক্ষামূলক ডেলিভারি সম্পন্ন করে। গ্রাহকের চাহিদা মতো কাজ করতে সক্ষম রোবট ডরু বাইসাইকেল বা হাঁটা পথে ধরে ঘন্টায় পাড়ি দিতে পারবে ১২ মাইল। তবে এটি কত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পিৎজা পৌঁছে দিতে সক্ষম তা জানা যায়নি।

একবার ডরু নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেলে গ্রাহক তার ফোনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া নিরাপত্তা কোডে প্রবেশ করবেন। এরপর রোবটকে তার বন্ধ স্টোরেজটি খোলার আদেশ দেবেন। কথামতো স্টোরেজটি খুলতেই গ্রাহক পাবেন তা কাঙ্খিত পিৎজাটি।

ডমিনোসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর মাইক্রোচিপ দিয়ে রোবট তৈরির কার্যক্রম শুরুহয়। এটি একটি বড় ধারণা ছিল। এ কাজে সফল হওয়াও বিরাট ব্যাপার। এর আগে ২০১৩ সালে 'ডমিনোস' প্রযুক্তির মাধ্যমে পিৎজা সরবরাহের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সময় উন্মোচন করে পিৎজা সরবরাহকারী ড্রোন 'ডমিকপ্টার'। ইউটিউবে ডমিকপ্টারের একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যভিত্তিক ড্রোন কোম্পানি অ্যারোসাইট। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ডমিনোস পিৎজা চেইন থেকে স্বাধীন হলেও নাম, লোগো এবং রেসেপি ব্যবহারের জন্য তাদের রয়েলিটি দেয় ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া।

## ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

## প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ত্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ।

স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।

ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে।

সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা।

প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিযেপ্রশ্ন তুলেছেন। তাদের আশঙ্কা, এর মধ্যে দিয়ে মানুষের ক্লোনিং করার ঝুঁকির কাছাকাছি চলে এসে পৃথিবী। কেননা বানর হচ্ছে জেনেটিক গঠনের দিক থেকে মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাণি। যারা এ ব্যাপারে নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এনেছেন তাদের মধ্যে আছেন কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড্যারেন গ্রিফিন।

বুধবার আগরতলায় পৌরসভা ছাঁটাই কর্মচারী সমিতি বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

# শেষ পর্যন্ত বিনা ভোটে পশ্চিমবাংলার পাঁচ জন রাজ্যসভায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশামত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পশ্চিমবাংলার পাঁচ জন রাজ্যসভায় যাচ্ছেন। আজ বুধবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তাই রীতি মেনে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পাঁচজনকে বিধানসভা থেকে রীতি মেনে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। আগামী দোসরা এপ্রিল বাংলার এই পাঁচজন দিল্লিতে শপথ নেবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান সন্ধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা জানিয়ে বলেন, "শেষ পর্যন্ত সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় যাওয়ার আমরা খুশি। তৃণমূলনেত্রীর আশীর্বাদ পেয়ে বিজেপি-র সহযোগিতায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে দীনেশ বাজাজ বিকাশবাবুকে ভোটাভুটির মুখে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হল।"

বাংলা থেকে রাজ্যসভায় এ বার শূন্য হচ্ছে পাঁচটি আসন। তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার চারটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। সেই অনুযায়ী তৃণমূলের দুই প্রার্থী সুব্রত বক্সী ও দীনেশ ত্রিবেদী বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেন। তৃণমূলের অন্য দুই প্রার্থী মৌসম বেনজির নূর ও অর্পিতা ঘোষ শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেন।

রাজ্যসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম আসনটি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নাটক চলে। ২০১৭ সালে রাজ্যসভা নির্বাচনেও বামেদের প্রার্থী হয়েছিলেন বিকাশবাবু। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নথি জমা না-পড়ায় মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়। ২০১৮ সালের রাজ্যসভা নির্বাচনে বিকাশবাবুকে আর প্রার্থী করেনি সিপিএম। ২০১৭ ও ২০১৮-র রাজ্যসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের জোট হয়নি। বরং, ২০১৮ সালে তৃণমূলের সমর্থন পেয়ে কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় চলে যান।

এ বার রাজ্যসভা নির্বাচন ঘিরে বাম-কংগ্রেসের মধ্যে যাতে কোনও মতপার্থক্য না-হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই সেই ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাজ্যসভায় একটি আসনে জয়ের জন্য ৪৯ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। কংগ্রেস বামেদের সমর্থন করায় ওই আসনে তাদের মোট সংখ্যা ৫২ ।অর্থাৎ, বিধানসভায় বাম-কংগ্রেসের হাতে যত বিধায়ক রয়েছে, তাতে নির্বাচন হলে যৌথ প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। প্রথমে কথা হয় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি প্রার্থী হবেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী প্রস্তাব দিলেও দলের পলিটব্যুরো সীতারামকে প্রার্থী করতে রাজি না-হওয়ায় সিপিএমের অপর সর্বভারতীয় নেতা মহম্মদ মহম্মদ সেলিমের নাম ওঠে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটও সীতারামের নাম পলিটব্যুরোর অনুমোদনের জন্য পাঠায়। কিন্তু প্রকাশ কারাট শিবির ইয়েচুরির নাম খারিজ করে দেয়। সেলিমের নাম নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশের যে আপত্তির কথা সিপিএম নেতৃত্ব জানতেন। তাই বিকাশ ভট্টাচার্যের নাম কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের কাছে প্রস্তাব করে একে গোপালন ভবন। এটি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধী ও সীতারাম ইয়েচুরির বৈঠকে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়। সিপিএম সূত্রের খবর, এই সমীকরণের কারণেই প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে বিকাশ ভট্টাচার্য গ্রহণযোগ্য নাম হবে জেনে তাঁর নাম রাহুল গান্ধীর কাছে প্রস্তাব করেন সীতারাম ইয়েচুরি।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাম-কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক জোট না-হলেও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী বিকাশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনও প্রার্থী দেয়নি। অধীর চৌধুরী, সোমেন মিত্র, আব্দুল মান্নান-সহ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শিবিরের সঙ্গেই বিকাশবাবুর সুসম্পর্ক। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে আব্দুল মান্নান সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা দায়ের করেছিলেন, সেই মামলায় বিকাশ দিনের পর দিন আদালতে সওয়াল করেছেন। 'সেভ ডেমোক্র্যাসি ফোরামের' ব্যানারে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মান্নান ও বিকাশ যৌথ ভাবে বহু সভা করেছেন।

প্রায় শেষ মুহূর্তে দীনেশ বাজাজ তৃণমূল-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হন পঞ্চম আসনে। কিন্তু তাঁর মনোনয়নে 'টেকনিক্যাল' অসম্পূর্ণতা থাকায় আবেদন গতকাল বাতিল হয়ে যায়। বিকাশবাবুর রাজ্যসভায় যাওয়ার পথ মসৃণ হয় ।বিকাশবাবুর বক্তব্য, "দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করব। সংসদে গেলে শুধু রাজ্যের বিষয় নয়, দেশেরও বিভিন্ন সমস্যার কথা উত্থাপন করতে হবে। সেখানে কৃষকদের সমস্যার কথা, কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ ও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করার বিষয়ও থাকবে।"

# ঘোর কলিযুগে বাস করছি করোনা নিয়ে মন্তব্য বিচারপতি অরুণ মিশ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : দেশজুড়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। চিনা ভাইরাসে কবলে ১৪৭ জন। নিহত তিন। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরুণ মিশ্র জানিয়েছেন, এমন ধরণের মহামারী একশো বছরে একবার হয়। ঘোর কলিযুগে বসবাস করছি। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। মানুষ এমন একটা জাতি যে সব কিছু তৈরি করতে পারে। অস্ত্রও বানিয়েছে মানুষ কিন্তু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সে লড়তে অক্ষম। নিজস্ব উপায়ে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরকারি স্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া মুশকিল।

বর্ষীয়ান আইনজীবী সি এ সুর্দশন জানিয়েছেন, ক্ষমতাবানদের হাতে দুর্বলদের নিধন হওয়াকে এই ধরিত্রী আর সহ্য করতে পারছে না। ৮০ বছর বয়সের বেশি মানুষ এই রোগে মারা যাবেন।

বিচারপতি এম আর শাহ জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এক বর্ষীয়ান আইনজীবী সঙ্গে দুইজন নতুন আইনজীবীর আসা উচিত। কিন্তু দুইজনের জায়গায় ৫ থেকে ৬ রয়েছে ঢুকে পড়ছে। এমন চলতে পারে না।

# অধিবেশন কক্ষে মাস্ক পরা যাবে না, জানালেন বেঙ্কাইয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৭ ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিনা ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে গোটা দেশ। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার সকালে মাস্ক পরে রাজ্যসভায় প্রবেশ করেন একাধিক সাংসদ। কিন্তু, অধিবেশন চলাকালীন মুখে মাস্ক পরা যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইড়ু।

এদিন সকালে অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু দেখতে পান যে, উচ্চকক্ষের একাধিক সদস্য মুখে মাস্ক পরে বসে রয়েছেন। সেই সকল সাংসদদের উদ্দেশ্য করে বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, গোটা সংসদ চত্বর সাফাই এবং শোধনের (সেনেটাইজেশন) কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করা হয়েছে। ফলে মাস্ক পরার কোনও প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি তিনি সকল সাংসদদের উদ্দেশ্য করে বলেন, করোনা রোধে কারও যদি কোনও পরামর্শ থাকে তবে তা অবিলম্বে সচিবালয়কে অবগত করানো হোক। এদিন একাধিক সাংসদদের তরফ থেকে দাবি ওঠে অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়ার। সাংসদ রাজীব গৌডা জানিয়েছেন, একজন সাংসদ সারাদিনে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। ভাইরাস কাউকে দেখে আসে না। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত সংসদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে মুলতুবি করে দেওয়া।

কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা জানিয়েছেন, সংসদ চত্বরে যেখানে থার্মাল চেকিং হচ্ছে সেখানে ভীষণ ভিড়। এই থার্মাল পরীক্ষা সংসদের এন্টি পয়েন্টে হওয়া প্রয়োজন। ভিড় থেকে দূরত্ব বজায় রাখাটা জরুরি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, সাংসদদের এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। তৃণমূল সাংসদ নাদিমূল হক করোনা থেকে ভারতের বিপদ সম্পর্কে অবগত করান। সৌদি আরবের জেড্ডার একটি হোটেলে পশ্চিমবঙ্গের ৪০ জন বাসিন্দা আটকে পড়ার প্রসঙ্গ তোলেন। সরকারকে এই বিষয় হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়।

# উত্তর প্রদেশে করোনায় সংক্রমিত আরও একজন, লেহ-তে আক্রান্ত জওয়ান

লখনউ ও লেহ, ১৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস-হানায় ভারতে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যাঊ উত্তর প্রদেশে আরও একজনের শরীরের মিলেছে করোনাভাইরাসের সন্ধানঊ উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় একজনের শরীরে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার (সিএমও) অনুরাগ ভার্গব জানিয়েছেন, 'গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ তিনি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরেছিলেনঊ তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ শুধুমাত্র গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।

এবার সেনাবাহিনীতেও হানা দিল করোনাভাইরাসঊ লেহ-তে মোতায়েন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেনঊ তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ ৩৪ বছর বয়সি ওই জওয়ান ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর লাদাখ স্কাউটের সদস্যঊ কিছু দিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনিঊ সেই সময়ই, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ইরান থেকে তীর্থ করে বাড়ি ফেরেন তাঁর বাবাঊ তারপরই ওই জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েনঊ দেশে ফেরার পর প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই জওয়ানের বাবাঊ ২৯ ফেব্রুয়ারি লাদাখ হার্ট ফাউন্ডেশনের কোয়ারান্টাইনে রাখা হয় তাঁকেঊ গত ৬ মার্চ সেখানে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়ে।

# করোনা রোধে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ডাক ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস রোধে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ডাক দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। গত ১৩ মার্চ রাজ্য সরকারের তরফে সিনেমা হল, মল, প্রেক্ষাগৃহ, পানশালা, নাইটক্লাব বন্ধ করার যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তার দিনক্ষণ আরও বাড়ানো হয়েছে।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনাভাইরাস রোধে আরও বড় পদক্ষেপ নিতে হবে। মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে এর পথ বাতলানো হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র আইটি এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে যারা কাজ করছে তাদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত কর্ণাটকে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯। যার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

# দেশের বাইরে করোনায় আক্রান্ত ২৭৬ জন : বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭ জনঊ কিন্তু, ভারতের বাইরে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশিঊ ভারতের বাইরে ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, হংকং, কুয়েত-সহ

ছয়ের পাতায়

# গোয়ালপাড়ায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু তিন বছরের শিশুর, আহত তিন

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন তিনজন। নিহত শিশুকে জনৈক আনোয়ার হুসেনের বছর তিনের মেয়ে শামিনা খাতুন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আগুনে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছয়টি বসতঘর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। ঘটনা নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার পঞ্চরত্ন নদী থানার অন্তর্গত ৩ নম্বর রামহরি চরে বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বগুবান থানার ওসি সফিকুল ইসলাম জানান, এলাকাটি তাঁর থানার অন্তর্গত নয়।

পঞ্চরত্ন নদী থানা থেকে অকুস্থল বহু দূরে ভেবে বগুবান থানা থেকে পুলিশের দল নিয়ে গিয়েছিলেন আগুনের শিকার পরিবারবর্গকে সাহায্য করতে। কিন্তু তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছার আগেই আগুনে পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়। ওসি জানান, মূলত খড়-শনের ছাউনি দেওয়া একটি রান্না ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত। সে সময় হাওয়া বইছিল প্রচণ্ড বেগে। তাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি এলাকার মানুষ। চোখের নিমেষে লাগোয়া ছয়টি বসতঘর সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে।

ওসি সফিকুল ইসলাম আরও জানান, বেশ কিছুক্ষণ পর পঞ্চরত্ন নদী থানার পুলিশ এসে আগুনে নিহত শামিনা খাতুনের ঝলসে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে গোয়ালপাড়া সিভিল হাসপাতালে, ময়না তদন্তের জন্য। ময়না তদন্তের পর বিকেলের দিকে শামিনার মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া অগ্নিকাণ্ডে আহত তিনজনকে পাঠানো হয়েছে গোয়ালপাড়া হাসপাতালে। তাঁদের দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

# ডাক বিভাগের প্রথম বাঙালি মহিলা ডিজি

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ডাক বিভাগের আধিকারিক অরুন্ধতী ঘোষ ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদ পেলেন। বাঙ্গালী প্রথম মহিলা যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করলেন।

বর্তমানে অরুন্ধতীদেবী ডাক বিভাগের অপারেশন পোস্টাল বোর্ডের সদস্য। এর আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন। ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস এর ১৯৮৭ ব্যাচে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আশুতোষ ঘোষ শিক্ষাবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। এখন আশুতোষবাবু অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

# করোনা : অসমের হিল সেকশনের কোনও স্টেশনে নেই চিকিৎসক দল

হাফলং (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : সমগ্র বিশ্ব করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে। প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে গোটা দেশ এ মুহূর্তে করোনাকে নিয়ে আতঙ্কিত। এ থেকে বাদ নেই অসমের অন্যতম পার্বত্য জেলা ডিমা হাসাও। করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত পাহাড়ের মানুষ। অসমে এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনও খবর না থাকলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্যে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিং মল, সিনেমা হল, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল, ইত্যাদি গণ-সমাবেশস্থল ২৯ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সভা সমিতি ও লোক সমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অসম সরকার।

অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা দেখে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার রাজ্যের সব রেল স্টেশনে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে চিকিৎসকের দল নিয়োগ করার নির্দেশ জারি করেছে। ওই নির্দেশের পর ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। ডিমা হাসাও জেলার নিউহাফলং-সহ কোনও স্টেশনেই স্বাস্থ্য বিভাগ কোনও চিকিৎসকের দল নিয়োগ করেনি।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই বহু রেলযাত্রী আসছেন এই পাহাড়ি জেলায়। অথচ ট্রেন থেকে নামার পর এ সব যাত্রীর স্ক্রিনিং করার জন্য কোনও চিকিৎসকের দল নিয়োগ করা হয়নি রেল স্টেশনে।

বুধবার শিয়ালদহ থেকে আগরতলা অভিমুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মালদার দুই যাত্রী প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে কন্টোলের মাধ্যমে এই দুই রোগীকে চিকিৎসা করানোর জন্য এবং এঁদের স্ক্রিনিং করানোর কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসক না থাকায় নিউহাফলং স্টেশনে তাঁদের কোনও ধরনের পরীক্ষা করা ছাড়াই বদরপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রত্যেক জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগকে রেল স্টেশন ও বাস ডিপোয় চিকিৎসকের দল ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়ার পর ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ এ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ।

এদিকে করোনা ভাইরাস কোভিড ১৯-এর আতঙ্কে ডিমা হাসাও জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাপ্তাহিক হাট বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর পর অবশ্য বাজার হাটে লোক সমাগম অনেকটা কমে গেছে। অন্যদিকে বুধবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হাফলং শহর ও বাজারে জনগণের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করতে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি এক অভিযান চালায়। আগামী কয়েকদিন এভাবে রেডক্রসের সদস্যরা করোনা ভাইরাস নিয়ে শহর থেকে শুরু করে গ্রামঞ্চলে এই সজাগতা অভিযান চালাবেন বলে জানিয়েছেন রেডক্রস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিং।

# দক্ষিণ পূর্ব রেলেও প্লাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ল

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ভিড় কমানোর চেষ্টায় একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এবার সেই প্রচেষ্ঠায় সামিল হল দক্ষিণ পূর্ব রেলও।

ভারতীয় রেল। দেশের ২৫০ স্টেশনে প্লাটফর্ম টিকিটের দাম ১০ টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে করা হল ৫০ টাকা। উদ্দেশ্যে, ওইসব স্টেশনে মানুষের ভিড় কম করা। বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে উল্লিখিত স্টেশনগুলোতে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম গ্রেডেশন অনুযায়ী ২০ থেকে ৫০ টাকা হবে। প্রথম গ্রেডে আছে হাওড়া স্টেশন। দ্বিতীয় পর্যায়ে খড়্গপুর ও টাটানগর, তৃতীয় পর্যায়ে সাঁতরাগাছি, শালিমার, মেচেদা, রাঁচি, হাজারিবাগ, বালাসোর, রাউরকেল্লা, বোকারো স্টিল সিটি। চতুর্থ পর্যায়ে পাঁশকুড়া, বনগাঁ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, চক্রধরপুর, আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, দীঘা, জলেশ্বর এবং ঘাটশিলা।

রেল মন্ত্রকের এক আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমে বলেন, প্লাটফর্ম টিকিটের এই বৃদ্ধি সাময়িকভাবে করা হয়েছে যাতে প্লাটফর্মে মানুষের সমাগম কম করা যায়। ২০১৫ সালে আইন করে প্রতিটি ডিভিশনের ডিআরএমদের প্লাটফর্ম টিকিটের দাম ১০ থেকে বাড়ানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে তা বিশেষ ক্ষেত্রে। দেশের ২৫০ রেল স্টেশনে প্লাটফর্ম টিকিটের দাম ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। পশ্চিম রেল আহমেদাবাদ, ভদোদরা, রাজকোট, ভবনগর, রতলাম, মুম্বই ডিভিশনে প্লাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানো হয়েছে।

# করোনা নিয়ে প্রচারে দুর্বার সংগঠনের সদস্যরা, মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর

বসিরহাট, ১৮ মার্চ (হি, স) : নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলাদের মধ্যে করোনা নিয়ে সতর্ক করতে প্রচার শুরু করল দুর্বার মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে। একইভাবে করোনা নিয়ে সচেতনতা ও তার পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করল বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। বসিরহাট মেরুদন্ডী কর্মতীর্থ হলে আলাদা করে করোনা মোকাবিলার জন্য সেন্টার খোলার কাজ শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। করোনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। বাড়তি সতর্কতার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সহ যে সমস্ত জায়গায় অধিক মানুষ জমায়েত হতে পারে এমন জায়গাগুলি। অথচ অবাধে খোলা রয়েছে নিষিদ্ধ পল্লী। বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের মাটিয়া এলাকায় নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলাদের সতর্ক করতে এবার সচেতনতার কাজ শুরু করেছে দুর্বার মহিলা সমিতির সদস্যরা। বুধবার সকাল থেকে লিফলেট বিলি করে মাইকিং এর মাধ্যমে করোনা নিয়ে মাটিয়া নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় সচেতনতার কাজ শুরু করেন তারা। একইভাবে করোনার মোকাবেলায় জোরকদমে তৎপরতা শুরু হল বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে যদি কারোর শরীরে করোনার চিহ্ন ধরা পড়ে তাহলে তাদের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ১৩ টি বেডকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে শিবাটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে ১০ টি বেড। করোনা মোকাবেলায় জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে রাখা হয়েছে পাঁচটি বেড। একইসঙ্গে প্রাইমারি অবজারভেশন এর জন্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বসিরহাট মেরুদন্ডী কর্মতীর্থ ভবনে পঁচিশটি বাড়তি বেড খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবব্রত মুখার্জী। করোনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে।

# করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সতর্কতা অমান্য করে আধার কার্ড সংশোধনের জন্য ব্যাপক ভিড় বাঁকুড়া মুখ্য ডাকঘরে

বাঁকুড়া , ১৮ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মোকাবিলায় জমায়েত বন্ধ করার নির্দেশ জারি করা হলেও আজ সকাল থেকেই বাঁকুড়া মুখ্য ডাকঘরের সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। আধারকার্ড সংশোধনের জন্য এই লাইনে দূর দূরান্তের বহু মানুষ হাজির ছিলেন ।অবস্থা সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয় ।লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩১ মার্চের মধ্যে আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ড লিঙ্ক আবশ্যক ঘোষনা করেছেন ।আধার কার্ড ভুল থাকায় তা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে পড়েছে ।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বলেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত থেকে দূরে রাখতে জমায়েত, বাইরে বেরানো নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও আধার কার্ড সংশোধনের জন্য লাইন দিতে বাধ্য হন তারা ।সরকারের উচিত তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া ।সুদূর পাত্রসায়রের এক গ্রাম থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হাজির হয়েছেন পরিতোষ মালিক বলে এক ব্যক্তি ।তিনি বলেন মাস খানেক আগে আমাদের ডেট দেওয়া হয়, এখন সতর্কতা জারি হলেও আসতে বাধ্য হয়েছি।

এ বিষয়ে সিনিয়র পোস্ট মাস্টার নিখিল কর্মকার বলেন ভিড়ের কারনে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কাজের অসুবিধা হচ্ছে, তাই পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়েছি। বাঁকুড়া মুখ্য ডাকঘরের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট রামেশ্বর দয়াল বলেন ব্যাপক ভীড় হওয়ার কারন খতিয়ে দেখতে সিনিয়র পোস্ট মাস্টারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

# করোনায় আক্রান্ত এক ভারতীয় সেনা জওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস এবার থাবা বসাল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। চিনা ভাইরাসে আক্রান্ত লাদাখ স্কাউটসের এক জওয়ান ।এই প্রথম সেনাবাহিনীর কোনও জওয়ান এই রোগে আক্রান্ত হল।

উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর তরফে। সেই অনুযায়ী সেনা জওয়ানদের গতিবিধির উপরও বিধি বলবৎ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে নিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে লাদাখে গিয়েছিলেন ওই জওয়ান। বাড়ি থেকে ফিরে কাজে যোগ দেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে ওই জওয়ানের করোনা হয়েছে। এই প্রথম সেনাবাহিনীর কোনও সদস্যের শরীরে করোনা পাওয়া গেল। ওই সেনা জওয়ানের বাবা সম্প্রতি ইরান থেকে ফিরেছিল। তার শরীরেও করোনার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে।

# পড়ুয়া শতাধিক, কাঁকসার গাঙবিল জুনিয়ার হিন্দীস্কুলে শিক্ষকের দাবীতে সরব বিজেপি

দুর্গাপুর, ১৮ মার্চ (হি. স.) : পড়ুয়া শতাধিক। শিক্ষক একজন। যাবতীয় স্কুলের কাজ একজন শিক্ষককেই করতে হয়। জরুরী কাজে শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে পঠনপাঠন বন্ধ। কখনও দুপুরে কাজে বাইরে যেতে হলে আবার বাধ্য হয়ে সকালে স্কুল করতে হয়। এমনই নজিরবীহিন ঘটনাটি কাঁকসার গাঙবিল জুনিয়ার হিন্দীস্কুলে। আর ওই স্কুলে শিক্ষকের দাবীতে সরব হল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার শিক্ষককের দাবীতে মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল বিজেপি।

কাঁকসা গাঙবিল জুনিয়ার হিন্দিস্কুল। পঞ্চম শ্রেনী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ুয়া ১২০ জন। আর ওই তিনটি ক্লাস সামাল দিতে হয় একজন মাত্র শিক্ষককে।

জানা গেছে, গত ২০১৭ সালের আগে স্কুলে দুজন শিক্ষক ছিল। ওই বছর একজন শিক্ষক ট্রান্সপার নেওয়ায় বিপত্তি। তারপর থেকে চলে দুরাবস্থা। একজন শিক্ষককে দিয়ে শতাধিক পড়ুয়াকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

ছয়ের পাতায়

## অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ইতিহাস পরীক্ষা দিল ঝাড়গ্রামের দুই পরীক্ষার্থী

ঝাড়গ্রাম, ১৮ মার্চ ( হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পরিক্ষা দিল দুই ছাত্রী। এদিন বুধবার জামবনী বানী বিদ্যাপীঠ স্কুলের ছাত্রী দীপালি মাহাত কে কে আই ইন্সটিটিউশন সেন্টারে পরীক্ষা শুরুর দেড় ঘন্টা পর অসুস্থ অনুভব করাই তাঁকে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে বসে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা করেন স্কুল কর্তীপক্ষ।

অন্যদিকে রানারানী আদিবাসী হাইস্কুলের ছাত্রী লক্ষীমণি মুর্মু মঙ্গলবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এদিন তারও হাসপাতালে বসে পরিক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা করেন। লক্ষীমণি মুর্মুর পরিক্ষার সিট পড়েছিল আধারিয়া হাইস্কুলে। মধ্যশিক্ষা পর্যদের ঝাড়গ্রাম জেলার পরামর্শদাতা তপন কুমার পাত্র বলেন, 'দুই ছাত্রী আপাতত সুস্থ্য রয়েছে। এদিন ইতিহাস পরিক্ষা শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে।'

## করোনা আতঙ্কে বন্ধ সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.):কলকাতা সহ সারা দেশে বর্তমানে একটাই আতঙ্ক তা হল করোনা আতঙ্ক উ করোনা আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল,কলেজ,সিনেমা হল সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান উ এবার করোনা আতঙ্কে বন্ধ হচ্ছে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালউবুধবার থেকে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের প্রার্থনা সভা ঘর পর্যটকদের জন্য বন্ধ করা হল ।

ইতিমধ্যেই সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গেটে নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে উ করোনা আতঙ্কের জেরে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল প্রার্থনা সভা ঘর পর্যটকদের জন্য বন্ধ করা হল উ নিয়ম মেনে প্রার্থনা সভা ঘরে প্রার্থনা হলেও আপাতত পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত কোন পর্যটক বা বহিরাগতরা ঢুকতে পারবেন না উ প্রার্থনা সভার ঘর বন্ধ থাকলেও সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল বাগানটি খোলা থাকছে পর্যটকদের জন্য উ জানা গেছে বাগানটি খোলা থাকলেও যাতে অতিরিক্ত জমায়েত না হয় বাগানে সেই বিষয়েও নিরাপত্তা আধিকারিকদের খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে ।

## করোনা আতঙ্ক: মিমির ড্রাইভার কেন বাড়িতে অভিযোগ তুলে ১০০ ডায়ালে অভিযোগ প্রতিবেশীদের

কলকাতা,১৮ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত শহরবাসীউআর সেই আতঙ্কের জের পড়ছে সাধারণ মানুষদের উপরওউবুধবারই করোনা আতঙ্কে লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীউমিমির সাথে ফিরেছে তার ড্রাইভারওউমিমির ড্রাইভার কেন নেই আইসোলেশনে !কেন বাড়িতে সেই অভিযোগ তুলে ১০০ ডায়ালে অভিযোগ প্রতিবেশীদেরউ

পুলিশ সূত্রে খবর, লন্ডন থেকে ফিরে হোম কোয়ারেন্টিনে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীউকিন্তু তার ড্রাইভার বারাহনগর থানা এলাকায় তার বাড়ি ফিরে গেছেনউআর এই ঘটনা জানতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ড্রাইভারের এলাকার প্রতিবেশীরাউআইসলোসনে রাখার আবেদন জানিয়ে ১০০ ডায়ালে অভিযোগ জানায় তারাউএরপরেই কন্টোল রুম থেকে বরাহনগর থানায় ফোন করে জানায় বিষয়টাউএরপরেই বরাহনগর থানার পুলিশ যায় ওই ড্রাইভারের বাড়িতে উসেখানে গিয়ে ওই ড্রাইভারকে কয়েকদিন বাড়ি থেকে না বেরোনোর নির্দেশ দেন পুলিশ কর্মীরা

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

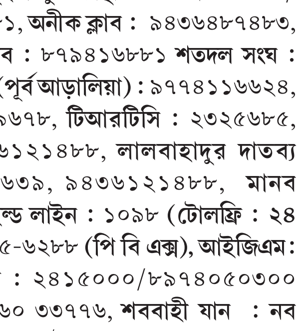

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## প্রচারমাধ্যমকে সতর্ক থাকার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি. স.) : করোনার উপদ্রব ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক থাকতে বললেন প্রচারমাধ্যমকে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রচার মাধ্যমকে বলেন, আমি অনেকদিন ধরে গুজব না ছড়াতে বা ভিত্তিহীন খবর করতে না বলছি। কিছু ক্ষেত্রে এ রকম খবর পরিবেশিত হচ্ছে। অন্য চ্যানেলের ছবি দিয়ে যখন তখন ভুল খবর করে দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধ করব এব্যাপারে সংযত থাকতে।

বুধবার নবান্নে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি। কোনও কোনও সংবাদ চ্যানেল দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করছেন। এতদিন কিছু বলিনি এবার পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। যা সত্যি নয় ইচ্ছাকৃতভাবে কেন করবেন? পুলিশ কমিশনারকে আমি বলবো নজর রাখতে। এমন কড়া ব্যবস্থা নেবেন যাতে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রচারমাধ্যম কলকাতার প্রথম কেস অর্থাৎ এখানকার করোনাআক্রান্ত বলে প্রচার করল। কিন্তু তিনি তো তিনি ইউকে থেকে করোনা নিয়ে এসেছেন। কাগজগুলো তি বলবে না? রাতে যা (তথ্য) পেলেন, লিখে দিলেন?

## আহত বিজেপি কার্যকর্তাকে দেখতে হাসপাতালে রাজু

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি. স.) : "গণতন্ত্র বিপন্ন। মাস্তানদের হাতে চলে গিয়েছে গোটা বাংলা। " বুধবার আহত বিজেপি কার্যকর্তাকে দেখার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।

'হিন্দুস্তান সমাচার'-কে রাজুবাবু জানান, "আমরা ক'দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছি। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে। বোমা মারা হচ্ছে। এরকমই একটি ঘটনা বেলেঘাটা অঞ্চলে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে সন্তু শ-র ক্ষেত্রে। বিকেলে রাজা রামমোহন সরণির মাড়োয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সন্তুকে কিছু সতীর্থকে নিয়ে দেখতে যান রাজুবাবু। তিনি বলেন, বিধায়ক সব্যসাচী দত্তর এলাকা সফরের পরেই সন্তুর পিঠে বোমা মেরেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। কিন্তু এভাবে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। মানুষ আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।

## করোনা আতঙ্কের জেরে বন্ধ পুরোনির্বাচনের তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রচার

বীরভূম, ১৮ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কের জেরে গোটা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতবর্ষ প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সিনেমা হল শপিংমল সহ ট্যুরিজম পার্ক পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য গোটা দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে করোনা ভাইরাসকে মোকাবিলায় জনসমাগম রোধ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশিকা মতে পুরো নির্বাচনের আগে কার্যত বেকায়দায় পড়তে হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। সামনেই এপ্রিল মাসে রাজ্যের একাধিক পৌরসভার বোর্ড নির্বাচন। বীরভূম জেলাতে ও মোট পাঁচটি পুরসভায় পুরো নির্বাচন হবার কথা।যার জন্য ইতিমধ্যেই সংরক্ষণ তালিকা চূড়ান্ত ঘোষণা করে পুরো নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে কানাঘুষো

শোনা গেছে আগামী ২৬ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বীরভূম জেলার পাঁচটি পুরসভা এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হাতে মাত্র আর দেড় মাস সময়। এর মধ্যেই জেলা তৃণমূল তাদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে প্রায় ঘোষণা করার অপেক্ষায় ছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার জন্য প্রকাশ্যে জনসভা না করলেও বাড়ি বাড়ি এবং নিজের কর্মীদের নিয়ে প্রচারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিল বীরভূম জেলা তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা এবং দলের নেতৃত্ব রা। কিন্তু হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ায় রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে পুরো নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। পাশাপাশি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে কর্মী সম্মেলন করা শুরু করেছিলেন আগে থেকেই। গত সপ্তাহ খানেক আগে পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডল তার সভা করেন। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের নির্দেশে আপাতত অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন তার প্রচার।অনুব্রত মণ্ডল জানিয়েছেন, 'এই বিপদের মুহূর্তে আমরা মানুষের পাশে থাকছি। কারোর কোন সমস্যা হলে আমাদের দলের কর্মীরা সেই পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই আমরা কি কাজ করি সেটা মানুষের কাছে প্রচারের আর প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না।'তিনি আরো বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যে স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সবকিছুই জনসমাগমের জায়গা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরা তার নির্দেশ অবমাননা করিনা। তাই এখন করোনা আতঙ্কের জেরে বন্ধ রাখা হবে মিটিং মিছিল প্রচার। তবে আমরা দলীয় কার্যালয় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বৈঠক করছি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে।'

## পুরুষ চিতাবাঘের মৃত্যু

**তিনের পাতার পর**

দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বুধবার সকালে নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিগত দেড় মাস ধরে অসুস্থ ছিল পুরুষ চিতাবাঘ সুরজউ চিকিতাও চলছিলউ কিন্তু, মঙ্গলবার রাতে নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্কে সুরজের মৃত্যু হয়উ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

## বিদেশ মন্ত্রক

**পাচের পাতার পর**

বিভিন্ন দেশে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৭৬ জনউ ২৭৬ জনের মধ্যে শুধুমাত্র ইরানেই আক্রান্ত ২৫৫ জন।

বুধবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে লিখিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারতের বাইরে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৭৬উ ইরানে সংক্রমিত ২৫৫ জন, হংকং-এ একজন, ইতালিতে ৫ জন, কুয়েতে একজন, রাওয়ান্ডাতে একজন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ১২ জন এবং শ্রীলঙ্কায় একজন সংক্রমিত।

## দাবীতে সরব বিজেপি

**পাচের পাতার পর**

আবার শিক্ষক আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়লে স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক প্রদীপ গুপ্তা জানান,' নির্বাচনে ডিউটি পড়লে সমস্যা হয়। জরুরী কাজ পড়লে সকালে স্কুল করতে হয়।' এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। বুধবার দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে স্কুলে বাড়তি শিক্ষককের দাবীতে ডেপুটেশন জমা দেয়। বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান,' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন হিন্দিভাষীদের জন্য উন্নয়ন হয়েছে। এটাই তার নমুনা। যেখানে ৪০ জন পড়ুয়া পিছু একজন শিক্ষক থাকা দরকার, সেখানে তিনবছর ধরে একজন শিক্ষক ১২০ জন পড়ুয়ার স্কুল চালাচ্ছে।

পঠনপাঠন কি হয়, সেটা স্পষ্ট। তাই শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে আন্দোলন। অবিলম্বে বাড়তি শিক্ষক নিয়োগ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' পশ্চিম বর্ধমান ডিআই অজয় পাল জানান,' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' যদিও পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস বলেন,' বিষয়টি জেলায় জানানো হবে। কমপক্ষে একজন অতিথী শিক্ষক যাতে নিয়োগ করা যায়, সেটাও চিন্তাভাবনা হচ্ছে।'

বুধবার আগরতলায় উপজাতি অংশের নেতারা উপমুখ্যমন্ত্রী সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

## করোনা আতঙ্ক : পর্যটন শিল্পে 'কয়েক হাজার কোটি টাকার' ধাক্কা

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাস আতঙ্কের জেরে ধাক্কা খেতে চলেছে পর্যটন শিল্প। সমস্যায় পড়েছেন সালকিয়ার বর্ষীয়ান পর্যটক মঞ্জুশ্রী তালুকদার। কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত এই অফিসারের নেশা হল দেশ দেখা। প্রতি বছর তাঁর বিদেশে যাওয়া চাই। এর পরের যাত্রা ছিল আগামী ১৭ মে। ভূমধ্যসাগরের সেই ক্রুজ সফর হবে কিনা তা নিয়ে রীতিমত সংশয়ে তিনি। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি বলেন, "এর আগে মায়ান্মার থেকে জানুয়ারি মাসের শেষদিকে যখন কলকাতায় ফিরি, তখনই দেশে দেশে করোনা দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও ততটা বেশি ছিল না। তাই ফিরে আসার পথে বা পরে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এর পরে যে পরিস্থিতি তৈরি হল, তা কতদিন চলে সেটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। বিশেষ করে ওদের প্রস্তাবিত সফরে আছে ইতালির মিলান সহ একাধিক এমন শহর যেখানে করোনা ছড়িয়েছে ভীষণরকম।'

আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারত থেকে মালয়েশিয়া-সহ কিছু দেশের উড়ান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাতিল হয়ে গিয়েছে ১, ৮৫,০০০ উড়ান। এই পরিস্থিতিতে উঠে যাবার জোগাড় ছোট এবং মাঝারি বেশ কিছু পর্যটন সংস্থা। এ রকম একটি সংস্থার এক কর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, "অনেক আগে থেকে আমরা সফরসূচী তৈরি করে পর্যটকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাখি। সফর বাতিল হলে বিমান সংস্থা এবং বিদেশের এজেন্টরা টাকা ফেরত দিতে চান না। পরের সফরের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দেয়। আবার সফর বাতিল হলেই পর্যটকরা অগ্রিম টাকা ফেরৎ চান। সেই চক্করে নাভিশ্বাস উঠছে কিছু ভ্রমণ সংস্থার।'

## কৈলাসহরে মাস্কের কালোবাজারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ মার্চ।।** কৈলাসহর বাজারে করোনা মোকাবিলায় ব্যবহারের জন্য মাস্কের কালোবাজারী চলছে। স্বাভাবিক দামের চাইতে কয়েকগুন দাম বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। বিষয়টি স্থানীয় আইনজীবীদের নজরেও আসে। তারপর আইনজীবীরা বিষয়টি সিজেএম এর দৃষ্টিতে নেন। জানা গিয়েছে মহকুমা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের উপর নজর রাখতে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

## অসমে

● **প্রথম পাতার পর**

বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন ভট্টাচার্য।

## এডিসি

● **প্রথম পাতার পর**

বৃদ্ধির বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সূত্রের খবর, বাড়ি বাড়ি বৃহত্তর জনসম্পর্ক অভিযান এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে চালু করার বিষয়ে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

## বাবা

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবস্থার সুযোগ থাকবে। সেই আশ্বাস অনুযায়ী অজয়কে সেখানে সুস্থ করে তোলার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল বলে জানান অজয়ের বাবা যোগেশ ব্যানার্জী। কিন্তু বিনা চিকিৎসাতেই নেশা মুক্ত কেন্দ্রটিতে অজয়ের মৃত্যু হয়েছে। সেকারণেই সংস্থার পরিচালকদের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করেছেন।

## রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

ক্ষেত্রে আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ঝাড়খন্ড, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে আইন সংশোধন করা হয়েছে। ত্রিপুরাও মোটর ভ্যাহিকেলস রুলস ১৯৯১ এর নবম সংশোধনী আনতে চলেছে। প্রসঙ্গত, কোয়াড্রিসাইকেল যানবাহন প্রতিঘন্টায় সর্বোচ্চ ৭০ কিমি বেগে চলাচল করতে পারে। এছাড়া ৪৫০-৫৫০ কেজি ওজন বহন করার ক্ষমতা রাখে ওই ধরনের যানবাহন।

## সুরেশ প্রভু

**আটের পাতার পর**

সুরেশ প্রভু। সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন সুরেশ প্রভু। গত ১০ মার্চ সৌদি আরবে দ্বিতীয় শেরপা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সুরেশ, ভারতে ফেরার করোনা পরীক্ষাও হয়েছে। পরীক্ষায় প্রভুর শরীরে মারণ এই ভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪ দিনের জন্য নিজ বাসভবনেই আইসোলেশনে রয়েছেন প্রবীণ বিজেপি সাংসদ সুরেশ প্রভু।

## বন্ধের সিদ্ধান্ত

**তিনের পাতার পর**

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করতে চলছে প্রশাসন। এইজন্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে ইতিমধ্যেই কড়া নির্দেশিকা দিয়েছেন জেলাশাসক মৌমিতা গদারা। অন্যদিকে জেলা পুলিশ প্রশাসন এই জেলার লাগোয়া ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ নাকা চেকিং চালানো শুরু করেছে। প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড রাজ্য থেকে এই জেলার মাধ্যমে রাজ্যে প্রবেশ করলে সন্দেহভাজন যে কোন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করছে পুলিশ প্রশাসন। সব মিলিয়ে করণ অসতর্কতায় জেলা প্রশাসন এবার নিজের প্রশাসনিক কর্মীদের ওপরেও করণা সংক্রমনের কিছু বিধি নিষেধ করছে। এদিন জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বুধবার থেকে সিউড়িতে বীরভূমের জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের বায়োমেট্রিক মেশিন গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বায়োমেট্রিক মেশিনের মাধ্যমে প্রশাসনিক দপ্তর এর কর্মীরা তাদের হাজিরার সংকেত দিয়ে থাকেন আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে। একাধিক কর্মী একই মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ দিলে সেখানে জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। আর সেই জীবাণু থেকে সংক্রামিত হতে পারে করোনাভাইরাস। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের বায়োমেট্রিক মেশিন বন্ধ রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল জেলা প্রশাসন

## করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় 'ওয়াশ ইওর হ্যান্ডস' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এবং সতর্কতায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোওয়ালের 'ওয়াশ ইওর হ্যান্ডস' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যাতে তাঁরা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত ২০ সেকেন্ড হাত ধুয়ে এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে নিজেকে পরিষ্কার ও ফিট রাখতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই 'ওয়াশ ইওর হ্যান্ডস' চ্যালেঞ্জের জন্য বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি, ত্রিপুরার গর্ব এবং অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, টেনিস তারকা সোমদেব দেববর্মণ, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং প্রদ্যুত কিশোর মাণিক্যকে মনোনীত করেছেন। তিনি ত্রিপুরার প্রত্যেক নাগরিককেও এর জন্য মনোনীত করেছেন। এর মধ্যে, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত চ্যালেঞ্জকে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।

জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টুইট বার্তায় বলেন, সচেতনতা এবং সতর্কতার সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ বন্ধ করতে পারি। আসুন আমরা সবাই মিলে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একত্রিত হই।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে ত্রিপুরার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আজও তিনি মুখ্যসচিবের সাথে আলোচনা করেছেন এবং ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, চিন্তার কোনও দরকার নেই। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

## আক্রান্ত নেই

● **প্রথম পাতার পর**

ভাইরাসে আক্রান্তের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কাঞ্চনপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অবস্থান করছিলেন। সাইকেলে তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করছেন। সম্প্রতি তিনি মেঘালয়ের ডাউকি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং সেখানে ছয়দিন থাকার পর আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, ভাঙমুন যাওয়ার পথে আজ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কাঞ্চনপুর নাকা পয়েন্টে পুলিশ ওই বিদেশী নাগরিককে আটকায় এবং হাসপাতালে খবর দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ওই মহিলার দেহে ভাইরাসের সংক্রমণের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

## বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

ভাইরাস থেকে ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট ভাইরাস। গোটা ত্রিপুরা-কে তাঁরা গ্রাস করে রেখেছে। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেগ পেতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, সিপিএম কতটা ভয়াবহ তা অনুমান করা মুশকিল। তবে বিজেপি-র সাথে জনগণ রয়েছেন। জনগণকে সাথে নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করা হবে। নবেন্দু আজ আবারও মনে করিয়ে দেন, হাইকোর্টের রায় মেনে কয়েকজন বেকারকে চাকরি দিলে আজ এমন পরিস্থিতি হতো না।

## হাইকোর্টের

● **প্রথম পাতার পর**

হিসেবে বদলি করা হয়েছিল। এখন তাঁকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনেরাল পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে ৩১ মার্চের মধ্যে ওই পদে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এদিকে, ধলাই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারকের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ঋষিকেশ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার জেনেরাল সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। ফলে, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জেনেরাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ পান্ডে।

## চলচ্চিত্র উৎসব

**আটের পাতার পর**

সমাগমের উপর রাশ টানতে চাইছে প্রশাসন। সেই কারণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসবের অধিকর্তা নাসিন মুডলে জানিয়েছেন, সিডনি চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে প্রথমবার চলতি বছরের জন্য বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপকরা। করোনা রোধে স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন এ বছর যারা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য টিকিট কিনেছিল ২০২১ সালে তাদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা হবে।

## কংগ্রেস

**আটের পাতার পর**

বলে সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিল, তা জানতে চাওয়া হয়েছে প্রশাসনের কাছে? জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত হানা হয়েছে।'

## শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

গভীর ষড়যন্ত্র বোঝার চেষ্টা করুন। আপনাদের স্থায়ী সমাধানের রাজ্য সরকার আন্তরিকতার সাথে ব্যবস্থা নেবে। তবে, জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্বেও একজন ব্যক্তিও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তার জন্য কমিউনিস্টরা দায়ি থাকবেন, সতর্ক করে দেন শিক্ষামন্ত্রী।

## জায়গা বিক্রয়

**অমরপুর শহরে, বীরগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত সাবেক ৭৭১, হাল ১৮৫১ দাগের উত্তরাংশে ৫ গন্ডা এক কড়া দুই ক্রান্তা জায়গা একত্রে বা প্লটে বিক্রয় করা হবে।**
**উপজাতি ভুক্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।**

**যোগাযোগ**
**করুনা প্রসাদ চৌধুরী**
**৮৭৯৪০৮১৯৬৭**

# জার্মানি থেকে ফিরেই কোয়ারেন্টাইনে শিখর ধাওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি. স.) : জার্মানি থেকে ফিরেই কোয়ারেন্টাইনে যেতে হল টিম ইন্ডিয়ার তারকা ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানকে। মঙ্গলবার রাতে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দিল্লির কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন টিম ইন্ডিয়ার 'গব্বর'। সেখানে ধাওয়ানের মতো আরও অনেক বিদেশফেরত যাত্রীদের রাখা হয়েছে। ওই ভিডিও পোস্ট করে শিখর বলছেন, এখানকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো জার্মানির থেকেও ভাল।

সদ্যই জার্মানি থেকে ফিরেছেন ধাওয়ান। করোনা মোকাবিলায় জার্মান সরকার কী বন্দোবস্ত করেছে, সবই চাক্ষুস করে এসেছেন তিনি। তাতেই তাঁর মনে হয়েছে, এদেশে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা জার্মানির থেকে অনেক ভাল। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "করোনা আতঙ্কের জেরে প্রথমে দেশে ফেরা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনা, জার্মান সরকারের থেকেও ভাল। দিল্লি থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে রোগীদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। পুরো বিল্ডিংটাকে মাঝেমাঝেই পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। অন্য যাত্রীদের মতোই আমাকেও রাখা হয়েছে।

এখানে দিল্লি পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা মোতায়েন আছেন। তাঁরা নিজেদের কাজ করছেন।"

ধাওয়ান আরও দাবি করেন, "প্রত্যেককে আলাদা ঘর, পরিচ্ছন্ন পানীয় জল, সুস্বাদু খাবার, মশানাশক, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করছে সরকারই।" সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরা। অনেকেই এই সেন্টারগুলিকে অস্বাস্থ্যকর এবং নিম্নমানের বলে কটাক্ষও করছে। এই পরিস্থিতিতে ধাওয়ানের এই ভিডিও কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে সরকারকে।

## করোনাভাইরাস: ভারত থেকে ফিরে 'আইসোলেশনে' ডি ককরা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সিরিজ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় ভারত থেকে দেশে ফিরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল। সেখানে ডি কক, দু প্লেসিদের ১৪ দিন অন্যদের থেকে আলাদা থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রধান চিকিৎসক শুয়াইব মাঞ্জরা বুধবার সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

"সকল খেলোয়াড়কে অন্তত ১৪ দিনের জন্য স্বেচ্ছা আইসোলেশনে অথবা সামাজিক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছি আমরা।"

"তাদের চারপাশের লোকজন, সমাজ, পরিবার, বিশেষ করে তাদের পরিবারের দুর্বল লোকদের সুরক্ষিত রাখার এটাই প্রকৃত উপায়। এই সময়ের মধ্যে যদি তাদের কোনো উপসর্গ অথবা উদ্বেগের মতো কোনো ব্যাপার দেখা যায়, তাহলে আমাদের বিদ্যমান প্রোটোকল অনুযায়ী সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করব।"তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে এ মাসের শুরুর দিকে ভারতে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ওয়ানডে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার পর গত ১৩ মার্চ সিরিজ স্থগিত করা হয়। মঙ্গলবার ভারত ছেড়ে যায় সফরকারীরা।

## করোনাভাইরাস: এস্পানিওলের ৬ ফুটবলার আক্রান্ত

স্প্যানিশ ক্লাব এস্পানিওলের ছয় জন ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

তাদের সবার মধ্যে হালকা লক্ষণ দেখা দিয়েছে এবং প্রত্যেকে চিকিৎসকদের নির্দেশনা মেনে চলছেন বলে মঙ্গলবার ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

একই দিনে স্পেনের আরেক ক্লাব ভালেন্সিয়া জানায়, তাদের দলের ৩৫ শতাংশ খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে।

বিশ্বজুড়ে এই কভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে গত বৃহস্পতিবার দুই সপ্তাহের জন্য লা লিগা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে স্প্যানিশ পত্রিকা এল মুন্দোর বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক প্রেসিডেন্ট ৭৬ বছর বয়সী লরেঞ্জো সানচেকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইতালির পর নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে বিপর্যস্ত ইউরোপের আরেক দেশ স্পেন। সবশেষ খবর অনুযায়ী দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ৪০৯ জন, মারা গেছে ৫১০ জন।

## করোনাভাইরাস: আলাভেসের ১৫ জন আক্রান্ত

দেপোর্তিভো আলাভেসের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মচারীসহ মোট ১৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের কারোর মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে স্পেনের ক্লাবটি।

এক বিবৃতিতে বুধবার আলাভেস করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করে। গত শনিবার তাদের দুই জন কোচিং স্টাফ পজিটিভ হওয়ার পর এলো নতুন এই খবর।

"১৫ জন পজিটিভ হয়েছে, এর মধ্যে তিন জন দেপোর্তিভো আলাভেসের মূল স্কোয়াডের এবং সাত জন কোচিং স্টাফের সদস্য।"

"কিরোবেত বাসকোনিয়া (ক্লাবটির বাস্কেটবল দল) স্কোয়াডের কারো পজিটিভ আসেনি। আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচ জন ক্লাব কর্মীও আছে। যারা পজিটিভ হয়েছে তাদের মধ্যে কোনো উপসর্গ নেই এবং তারা ভালো আছে।"ইউরোপে ইতালির পর নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতিতে পড়েছে স্পেন। বুধবার দুপুর পর্যন্ত দেশটিতে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার। মারা গেছে ৫৫৮ জন।

## ফরাসি ওপেনও পিছিয়ে গেল

করোনাভাইরাসের কারণে এবার পিছিয়ে গেল ফরাসি ওপেন। নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে হবে টেনিসের মেজর এই টুর্নামেন্ট।

আগের সূচি অনুযায়ী প্যারিসের রোলাঁ গাঁরোয় এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম হওয়ার কথা ছিল আগামী ২৪ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত। নতুন সূচিতে এটি শুরু হবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, চলবে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত।

এর মানে ইউএস ওপেন শেষ হওয়ার সাত দিন পর শুরু হবে ফরাসি ওপেন।

সাধারণত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতা ফরাসি ওপেন এবং ক্লে কোর্ট মৌসুমের শেষ প্রতিযোগিতা এটি। এখন এটি রূপ নিয়েছে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে অচলাবস্থার সৃষ্টির হয়েছে। ইতোমধ্যে সব ধরনের পেশাদারী টেনিস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তত ২০ এপ্রিল পর্যন্ত।

সবশেষ খবর অনুযায়ী, এই রোগে বিশ্বজুড়ে মারা গেছে প্রায় সাত হাজার ৮০০ মানুষ, আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ ৯৬ হাজারেরও বেশি।

## করোনা: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আশাবাদী আইসিসি

করোনাভাইরাসের সংক্রামণে যেন থমকে গেছে পুরো বিশ্ব। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাই এখন শঙ্কার বিষয়। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশ-বিদেশের প্রায় সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখা হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সফরও স্থগিত রয়েছে। তবে আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আশার কথা জানাল অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। সংস্থাটি জানায়, নির্ধারিত সূচিতেই বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনায় তারা এগোচ্ছে। একই সুরে কথা বললো ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিও।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস এক বিবৃতিতে বলেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবার সব খেলা শুরু হবে বলে আশাকরি। এমন পরিস্থিতি সামলানোর ব্যাপারে আমরা কেউই পারদর্শী নই। আশাকরছি অক্টোবর-নভেম্বরে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

ঠিক একইভাবে আইসিসিও জানায়, 'করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে আয়োজকেরা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ার সাতটি শহরে চলবে ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সূচিতেই এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যাবে।'

এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহীর আশা, ১৫ নভেম্বর মেলবোর্নে ফাইনালের দিন স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ হবে।

# ভারত-পাকিস্তান সিরিজ ছাড়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের "মানে নেই"

দীর্ঘদিন থেকে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা থেকে বিরত রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। যদিও বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দুই দলই অংশ নেয় এবং পরস্পরের মুখোমুখিও হয়। কিন্তু নতুন শুরু হওয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুই দলই একে অপরকে এড়িয়ে চলছে। এই নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও বোলিং কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিস।

ওয়াকারের মতে, ভারত-পাকিস্তান সিরিজ ছাড়া আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো মানে হয় না। এছাড়া এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের দ্বিপক্ষীয় টেস্ট সিরিজ আয়োজনে ভূমিকা রাখতে আইসিসি"র প্রতি আহবান জানিয়েছেন তিনি।

"ক্রিকেট বাজ" নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াকার বলেন, 'আমি জানি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এখন কঠিন সময় যাচ্ছে, এমনকি সরকারী পর্যায় পর্যন্তও। কিন্তু আমি মনে করি এই (টেস্ট) চ্যাম্পিয়নশিপে আইসিসি"র আরও বেশি ভূমিকা রাখা উচিত।'

চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি দল ৮টি দলের মধ্যে মাত্র ৬টি দলের বিপক্ষে খেলবে। ফলে প্রায় দুই বছর মেয়াদী এই প্রতিযোগিতায় দুটি দল একে অন্যের মুখোমুখি না হলেও চলবে। এটাই ভারত ও পাকিস্তানকে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।পাকিস্তানের বর্তমান বোলিং কোচ বলেন, "আইসিসিকে অবশ্যই বিষয়টিতে হতক্ষেপ করা এবং কিছু একটা ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ আমার মতে পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যকার টেস্ট ম্যাচ ছাড়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো মানে নেই।"

২০০৭ সালের পর থেকে দ্বিপক্ষীয় টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়নি ভারত ও পাকিস্তান। ওয়াকারের জন্য এটা বেশ পীড়াদায়ক কারণ এই ভারতের বিপক্ষেই তার স্মরণীয় টেস্ট অভিষেক হয়েছিল।

২০১৯ সালের ১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে টেস্ট চ্যাম্পয়নশিপের অভিষেক আসর এবং ২০২১ সালের ১০ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাঠে গড়াবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী লর্ডসে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি।

# কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ দিল বিসিসিআই

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে কর্মীদের বাসা থেকে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড (বিসিসিআই)। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত এই সুযোগ পাবে ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মীরা।

এক অফিসিয়াল নোটিশে আগামী কয়েকদিন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়াতে কর্মীদের বাসা থেকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে বিসিসিআই। এই সুযোগ শুধু বিসিসিআই"র মুম্বাই সদর দপ্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে কেউ চাইলে অফিসে যেতেও পারবে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এশিয়া নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই)।

ভারতে এখন পর্যন্ত ২৭৬ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। দেশটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়ও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। প্রভাব পড়েছে দেশটির ক্রিকেটেও। এরইমধ্যে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে আইপিএল এবং ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৯৭ জন। এদিকে বাংলাদেশে প্রথম একজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর খরব জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)।

# করোনাভাইরাস: তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন ইব্রাহিমোভিচ

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে সতীর্থদেরও বলেছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

সুইডিশ এই তারকা স্ট্রাইকার এসি মিলানের হয়ে খেলেন ইতালির শীর্ষ লিগে। চীনের পর এই দেশটি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বাজেভাবে। সম্ভবত দুইবার ৫০ হাজার ইউরো করে অনুদান দিয়েছেন ইব্রাহিমোভিচ। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে অন্যদেরও বলেছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

"এই ভাইরাসকে হারাতে আমি সহকর্মী, সব পেশাদার অ্যাথলেট এবং যারা ছোট বা বড় আকারে সাধ্যমত সাহায্য করতে চান তাদের উদারতার উপর নির্ভর করছিচলুন সবাই মিলে করোনাভাইরাসকে তাড়িয়ে দিই এবং এই ম্যাচটা জিতি।"

তার আহ্বানে সাড়াও মিলছে দারুণ। এক ঘণ্টার মধ্যে লাখ ইউরো ছাড়িয়েছে তহবিল।

বিশাল পোস্টে শেষ লাইনে ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা লিখেছেন, "মনে রেখ, ভাইরাস যদি জাতানের কাছে না যায় তবে জাতান ভাইরাসের কাছে যাবে।"

**PNIe-T NO:- 01/ING/DFO-SEP/FOR/2019-20**

The Sub Divisional Forest Officer, Sadar Forest Sub-Division, Agartala, Tripura(W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 23-03-2020 for 05(Five) Nos. Supply of work. For details visit https://tripuratenders.govin Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

SUB DIVISIONAL FOREST OFFICER
SADAR FOREST SUB-DIVISION K.
DEBBARMA, TFS Sub-Dlvisioni Forest
Officer Seder Forest Sub•Division.

ICA/C-2904/2019-20

No.F.93 (66)-ICA/2019/GEN Dated Agartala13.03.2020

**CORRIGENDUM**

In continuation of-the advertisement for invitation of Expression of Interest (EOI) for Supply 86 Installation of CCTV Surveillance Cameras requirement in Rabindra Satabarshiki Bhawan, vide no. F.93 (66)-ICA/2019/GEN dated 18/02/2020. Please read the website as www.ica.tripura.gov.in instead of www.Tripuraica.in, other contents, terms and conditions will be remained unchanged.

Member Secre
Society for Manageme of Cu ural
Complex Under ICA Department
Director Information & Cultural Affairs
Government of Tripura

ICA/C-2899/2019-20

**NIT NO: 12(2)/AGRUBLG/T/2019-20/11092**
**DATED - 13/03/2020**

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Superintendent of Agriculture, Bishalgarh Agri. Sub-Division, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 4.00 PM on 25/03/2020 for Carrying of Agri. Inputs in Bishalgarh Agri. Sub-Division during the year 2020-21. For details visit website https://tripuratenders.gov.in . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Ar. Priya os Sarkar)
Superintendent of Agriculture
Bishalgarh Agri. Sub-Division
Sepahijala, Tripura

ICA/C-2909/2019-20

**RAMESH BAIS**
GOVERNOR
रमेश बैस
राज्यपाल

RAJ BHAVAN
AGARTALA-799 010
Tel. : 0381-241-4091
Tel. : 0381-241-0217
Fax : 0381-241-0026
राज भवन
अगरतला–799 010
दूरभाष: 0381-241-4091
दूरभाष: 0381-241-0217
फैक्स: 0381-241-0026
E-mail : rajbhavanagt@gmail.com
E-mail : rajbhavanagt-tr@gov.in

১৮ মার্চ, ২০২০

## বার্তা

আমরা সবাই অবগত রয়েছি যে এস এ আর এস কোভ-২ ভাইরাসের কারণে ঘটিত কোভিড-১৯ ব্যধিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও) গত ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাপী ব্যধি হিসেবে ঘোষণা করেছে। যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই ভাইরাস আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোন রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। যাই হোক, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

অতএব, আমি রাজ্যের সকল নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে অযথা আতঙ্কে থাকবেন না, কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সরকার এই বিশ্ব জরুরি অবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছে এবং এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রতিরোধে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একাধিক দপ্তর হাতে হাত মিলিয়ে এই জরুরি পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমি রাজ্যের সকল নাগরিকদের কাছে আবেদন করছি নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালন করার জন্য।

ক) আপনার হাত সাবান বা লিক্যুইড হ্যান্ডওয়াশ এবং জল দিয়ে অথবা অ্যালকোহল মিশ্রিত হ্যান্ড সেনিটাইজার দিয়ে নিয়মিত এবং বার বার ধোবেন।
খ) কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় আপনার নাক ও মুখ রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে ঢেকে রাখবেন এবং অন্যদেরকেও তা পালন করতে উপদেশ দেবেন। যেখানে সেখানে থু থু ফেলবেন না।
গ) রুমাল বা টিস্যু পেপার ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে সঙ্গে সঙ্গে ফেলবেন।
ঘ) যে সমস্ত ব্যক্তি ফ্লু-এর মত উপসর্গে আক্রান্ত তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন অথবা তাদের থেকে অন্তত পক্ষে একমিটার দূরত্ব বজায় রাখুন।
ঙ) সামাজিক জমায়েত এড়িয়ে চলুন।
চ) যদি আপনি অসুস্থ বোধ করেন অথবা জ্বর, কাশি, সর্দি ও শ্বাসকষ্টের ন্যায় উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।
ছ) যদি আপনার জানার কিছু থাকে অথবা আপনি উল্লেখিত কোন একটি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত তাহলে হেল্পলাইন নাম্বার-০৩৮১-২৩১৫৮৭৯-এ যোগাযোগ করুন।

Sd/-
(রমেশ বৈস)

ICA/D-1900/2019-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020


## নর্ভয়া কাণ্ডে ফাঁসির পরোয়ানা উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন দোষীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ফাঁসির পরোয়ানা উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন নিয়ে আদালতে দ্বারস্থ হল নির্ভয়া কাণ্ডের তিন দোষী বিনয়, অক্ষয় এবং পবন। পাতিয়ালা হাউজ কোর্টে এই সংক্রান্ত পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় এই মামলার শুনানি হবে।
তিন দোষীদের হয়ে এই আর্জি যখন আইনজীবী এ পি সিং দায়ের করেন তখন অতিরিক্ত নগর দায়রা বিচারপতি ধর্মেন্দ্র রানা জানতে চান অন্তিম সময়ে কেন এমন আবেদন করা হচ্ছে।

## মৃত্যু আরও ১১ জনের, চিনে করোনায় মৃত বেড়ে ৩,২৩৭ জন

বেজিং, ১৮ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ তুলনামূলক কমেছে, তবে মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ জন। আরও ১১ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৩৭-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৮৯৪। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন ৬৯,৬০১ জন।
বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ১৩ জন। ১১ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৩৭-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৮৯৪।

## দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু আরও ৩ জনের গোটা বিশ্বে মৃত ৭,৫২৯ জন

সিওল, ১৮ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৮৪-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৪১৩।
বুধবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৩ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৮,৪১৩ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ৮৪-তে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী করোনা-হানায় বেড়েই চলেছে মৃত্যু। বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ১৮ মার্চ সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৪,৯৭৬। মৃতের সংখ্যা ৭, ৫২৯।

## আইসোলেশনে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুরেশ প্রভু

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): শরীরে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু, ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ সুরেশ প্রভু। ১৪ দিনের জন্য নিজ বাসভবনেই আইসোলেশনে রয়েছেন প্রবীণ বিজেপি সাংসদ সুরেশ প্রভু। করোনা-সংক্রমণ রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার মহাকরণে ফেল্লশিপ পোগ্রাম নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

### দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা

## প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা প্রকল্পের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কেউ যদি স্ব-উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান সেজন্য তারা যাতে সহজেই ঋণ পেতে পারেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ে ২নং কনফারেন্স হলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা, অর্থ দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ডিরেক্ট বেনিফিট ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ডিজিট্যাল ইণ্ডিয়ার পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার ১৮-৩৫ বছরের যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়।
কেন্দ্রীয় সরকারের রেজিস্ট্রিক'ত প্রজেক্ট ইমপ্লেসমেন্টেশন এজেন্সির (পি আই এ) মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে তাদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সচিব আরও জানান, ২০১৯-২০২২ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে মোট ২৮ হাজার ৭৮০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ২২ হাজার ৫৩৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ম'রী পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই ৯টি প্রজেক্টে মোট ৬ হাজার ৭৬৩ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২ হাজার ৭২৪ জনকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমপ্লয়মেন্ট এ'চেʼরে মাধ্যমে রাজ্যে যে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয় সেখানে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আরও বেশি করে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে।
সভায় অর্থ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান, রাজ্যে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ডিবিটি সেল গঠিত হয়। বর্তমানে ডিবিটি'র সফল রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে ত'তীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যে ২০১৭-১৮,২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই তিন অর্থবছরে ডিবিটি'র মাধ্যমে মোট ৪১৯৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাতে রাজ্যের মোট ৭৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৩১ জন সুবিধাভোগী উপক'ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিবিটি'র মাধ্যমে প্রক'ত সুবিধাভোগীরা যাতে আরও বেশি উপক'ত হতে পারেন তারজন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ডিবিটি ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাতে স্বচ্ছতার পাশাপাশি প্রক'ত সুবিধাভোগীরাই তাদের ন্যায্য পাওনা পেতে পারবেন।
সভায় তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা সোয়ান, আগরতলা সিটি এরিয়া নেটওয়ার্ক, ভারতনেট, ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার, ইনট্রা ডিস্ট্রিক্ট ওএফ সি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশকে রাজ্যে ত'ণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। তবেই রাজ্যের সার্বিক সাফল্য আসবে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ এবং বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ এবং অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

## পুণে-তে করোনায় আক্রান্ত আরও একজন মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ৪২

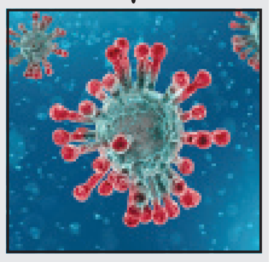

পুণে (মহারাষ্ট্র), ১৮ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে হু হু করে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও একজন। নতুন করে আরও একজন আক্রান্ত হওয়ার পর পুণে-তে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৮-তে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রে বুধবার সকাল পর্যন্ত সংক্রমিত মোট ৪২ জন।
পুণে-র জেলা শাসক নবল কিশোর রাম জানিয়েছেন, পুণে-তে আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্যক্তি ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডস থেকে ফিরেছিলেন। ফলে পুণে-তে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮-তে পৌঁছেছে, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত ৪২ জন।

## নয়া নাটক বেঙ্গালুরুতে! প্রথমে ধর্না, পরে আটক দ্বিগ্বিজয় সিং

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ (হি.স.): সাতসকালে নতুন নাটক বেঙ্গালুরুতে! প্রথমে ধর্না, পরে প্রতিরোধমূলক আটক করা হল প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিংকে। এই মুহূর্তে বেঙ্গালুরু'র রামাদা হোটেলে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের ২১ জন কংগ্রেস বিধায়ক। বুধবার সকালেই বেঙ্গালুরু'তে আসেন দ্বিগ্বিজয় সিং। বিমানবন্দরে দ্বিগ্বিজয়কে স্বাগত জানান কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ডি কে শিবকুমার। সেখান থেকে দ্বিগ্বিজয় চলে যান রামাদা হোটেলের কাছে। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করতেই রামাদা হোটেল অভিমুখে যান দ্বিগ্বিজয়। কিন্তু, প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাকে হোটেলের বাইরেই আটকে দেয় বেঙ্গালুরু পুলিশ।
হোটেলে ঢুকতে না দেওয়ায় হোটেলের কাছেই ধর্নায় বসেন দ্বিগ্বিজয়। ক্ষোভের সুরে দ্বিগ্বিজয় বলেন, "মধ্যপ্রদেশ থেকে আমি রাজ্যসভার প্রার্থী, আগামী ২৬ মার্চ নির্বাচন।
আমাদের বিধায়কদের এখানে রাখা হয়েছে, তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তাঁদের ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে, এই কথা বলে পুলিশ তাঁদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিচ্ছে না।" এরপর ধর্না জারি রাখায় প্রতিরোধমূলক আটক করা হয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিংকে।
প্রতিরোধমূলক আটক হওয়ায় পর দ্বিগ্বিজয় জানিয়েছেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে ৫ জন বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন, তাঁদের বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রতিটি রুমের বাইরেই পুলিশের নজরদারি রয়েছে।" কর্ণাটক সরকারকে তীব্র নিন্দা করে কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ডি কে শিবকুমার বলেছেন, "ক্ষমতার অপব্যবহার করছে বিজেপি সরকার। আমাদেরও নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে, পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয় তা আমরা বেশ ভালোই জানি।
তবে কর্ণাটকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হোক তা আমি চাই না।"

## উত্তর প্রদেশে করোনায় আক্রান্ত আরও একজন, লেহ-তে সংক্রমিত জওয়ান

লখনউ ও লেহ, ১৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস-হানায় ভারতে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যাঊ উত্তর প্রদেশে আরও একজনের শরীরের মিলেছে করোনাভাইরাসের সন্ধানঊ উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় একজনের শরীরে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার (সিএমও) অনুরাগ ভার্গব জানিয়েছেন, 'গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ তিনি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরেছিলেনঊ তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ শুধুমাত্র গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।এবার সেনাবাহিনীতেও হানা দিল করোনাভাইরাসঊ লেহ-তে মোতায়েন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেনঊ তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ ৩৪ বছর বয়সি ওই জওয়ান ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর লাদাখ স্কাউটের সদস্যঊ কিছু দিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনিঊ সেই সময়ই, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ইরান থেকে তীর্থ করে বাড়ি ফেরেন তাঁর বাবাঊ তারপরই ওই জওয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েনঊ দেশে ফেরার পর প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই জওয়ানের বাবাঊ ২৯ ফেব্রুয়ারি লাদাখ হার্ট ফাউন্ডেশনের কোয়ারান্টাইনে রাখা হয় তাঁকেঊ গত ৬ মার্চ সেখানে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়ে।

## বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার দাবি উঠল লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে রয়েছে বহু ভারতীয়। বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংসদেরা বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার দাবি তোলেন।
এদিন লোকসভার জিরো আওয়ারে আরএসপি সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রন, কংগ্রেসের এ চেল্লাকুমার এবং নির্দল সাংসদ নবনিত কৌর রানা বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন। তাদের দাবি বিপুল পরিমাণে ভারতীয় পড়ুয়া এবং নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে রয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা উচিত। বিভিন্ন অসামরিক বিমান কোম্পানিগুলি পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে, তাই তারা ফিরতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ বিমান চালানো উচিত।

## জনগণের ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। বুধবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ মণীষ তিওয়ারির অভ্যোগ তোলেন যে সেলফোন কোম্পানিগুলির থেকে কল ডাটা রেকর্ড চেয়েছে কেন্দ্র। এমন কাজ করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কুঠারাঘাত করা হয়েছে।
এদিন মণীষ তিওয়ারি জানিয়েছেন, যে তথ্য উঠে আসছে, তা ভয়াবহ। সরকার প্রতিটি নাগরিকদের উপর নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কাজ করে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশিত রাইট টু প্রাইভেসির উপর আঘাত হানা হয়েছে। আগাম অশুভ ষড়যন্ত্রের ফল এটি। সুপ্রিম কোর্ট রাইট টু প্রাইভেসিকে জনগণের মৌলিক অধিকারের হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্রমাগত তা ভেঙে চলেছে। তিনি বলেন, 'সরকার টেলিফোন কোম্পানিগুলির কাছ থেকে কয়েকজন ব্যক্তির কল ডিটেল চেয়ে পাঠিয়েছে। এতে করে জনগণের ব্যক্তিগত পরিসরে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। কোনও আইনের ছয়ের পাতায় দেখুন

## আরএমএস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।।** ত্রিপুরা আরএমএস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বুধবার ছয় দফা দাবিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য হল অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, সময়মতো মাস মাইনে মিটিয়ে দেওয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা। ডেপুটেশান প্রদানকালে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেতন বাড়ছে না। এমনকি সময় মতো তারা মাসের বেতন পাচ্ছেন না। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দারস্থ হয়েছেন।

## করোনা আতঙ্কে বাতিল সিডনি চলচ্চিত্র উৎসব

সিডনি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস আতঙ্কে বাতিল করে দেওয়া হল সিডনি চলচ্চিত্র উৎসব। পূর্বঘোষিত সূচী অনুযায়ী চলতি বছরের জুন মাসে এই উৎসব আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু করোনা আতঙ্কে এ বছরের মতো বাতিল করে দেওয়া হল চলচ্চিত্র উৎসব। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ফের এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর নির্দেশিকা মেনে জন ছয়ের পাতায় দেখুন

## রাজ্যসভা নির্বাচনে ৩৯ জন প্রার্থী জয়ী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) রাজ্যসভা নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হয়েছেন ১২টি রাজ্যের ৩৯জন প্রার্থী।
রাজ্যওয়াড়ি হিসেব অনুযায়ী ওড়িশা থেকে চারজন প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছেন। পাশাপাশি তামিলনাড়ুতে ছয়, পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ, হরিয়ানা তিন, হিমাচলপ্রদেশে এক, বিহারে পাঁচ, ছত্তিগড়ে দুই, মহারাষ্ট্রে ছয়, অসমে চার, তেলেঙ্গানায় দুই, মেঘালয় ও মণিপুরে একজন করে প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছে।

## নির্ভয়া কাণ্ড : ফের ফাঁসির মহড়া তিহার জেলে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত চার আসামির ফাঁসির মহড়া হয়ে গেল দিল্লির তিহাড় জেলে। আগামী ২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসি হওয়ার কথা পবন গুপ্ত, অক্ষয় ঠাকুর, বিনয় শর্মা ও মুকেশ সিংয়েরঊ তার প্রস্তুতি হিসেবেই বুধবার, জল্লাদ পবনের উপস্থিতিতে তিহাড় জেলে ফাঁসির মহড়া সারা হয়েছে।
প্রথমবার একসঙ্গে চারজনকে ফাঁসি দেওয়া হবে
তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ নির্ভয়া কাণ্ডের চারজন অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবেঊ তিহার জেলের প্রাক্তন মুখপাত্র ও আইনি উপদেষ্টা সুনীল গুপ্তা জানিয়েছেন, ৩৫ বছরের কর্মজীবনে ৮ জনকে ফাঁসি দিতে দেখেছিঊ ওই ৮ জনের মধ্যে ১৯৮২ সালে রাঙ্গা বিল্লা এবং ২০১৩ সালে আফজল গুরু রয়েছেঊ সুনীল গুপ্তার কথায়, এই প্রথমবার চারজনকে একসঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হবে তিহাড় জেলে।
ফাঁসির যাবতীয় প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে
সুনীল গুপ্তা জানিয়েছে, তিহাড়ের ৩ নম্বর জেলে ওই চারজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবেঊ ফাঁসি হবে সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ, অপরাধীদের ২০ মার্চ ভোর চারটে নাগাদ ওঠানো হবেঊ প্রথমে স্নান করতে বলা হবেঊ তারপর চা খেতে দেওয়া হবেঊ কালো পোশাক পরতে বলা হবেঊ ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেট পৌঁছবেন, তিনিই দোষীদের শেষ ইচ্ছা কী তা জিজ্ঞাসা করবেনঊ সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে অপরাধীদের হাত পিছন থেকে বাঁধবে জল্লাদ, হাত বাঁধা অবস্থায় ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে নির্ভয়ার অপরাধীদেরঊ ফাঁসি দেওয়া হবে সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ।
৩০ মিনিট ধরে ঝুঁলিয়ে রাখা হবে দোষীদের
সুনীল গুপ্তা জানিয়েছেন, ফাঁসি হওয়ার পর প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ঝুঁলিয়ে রাখা হবে অপরাধীদেরঊ এরপর চিকিতকরা গিয়ে মৃত ঘোষণা করবেনঊ দেহগুলি নামানোর পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবেঊ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবেঊ যদি কেউ দেহ নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষই শেষকৃত্যের কাজ সম্পন্ন করবে। অপরাধীদের সমস্ত জিনিসপত্র পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

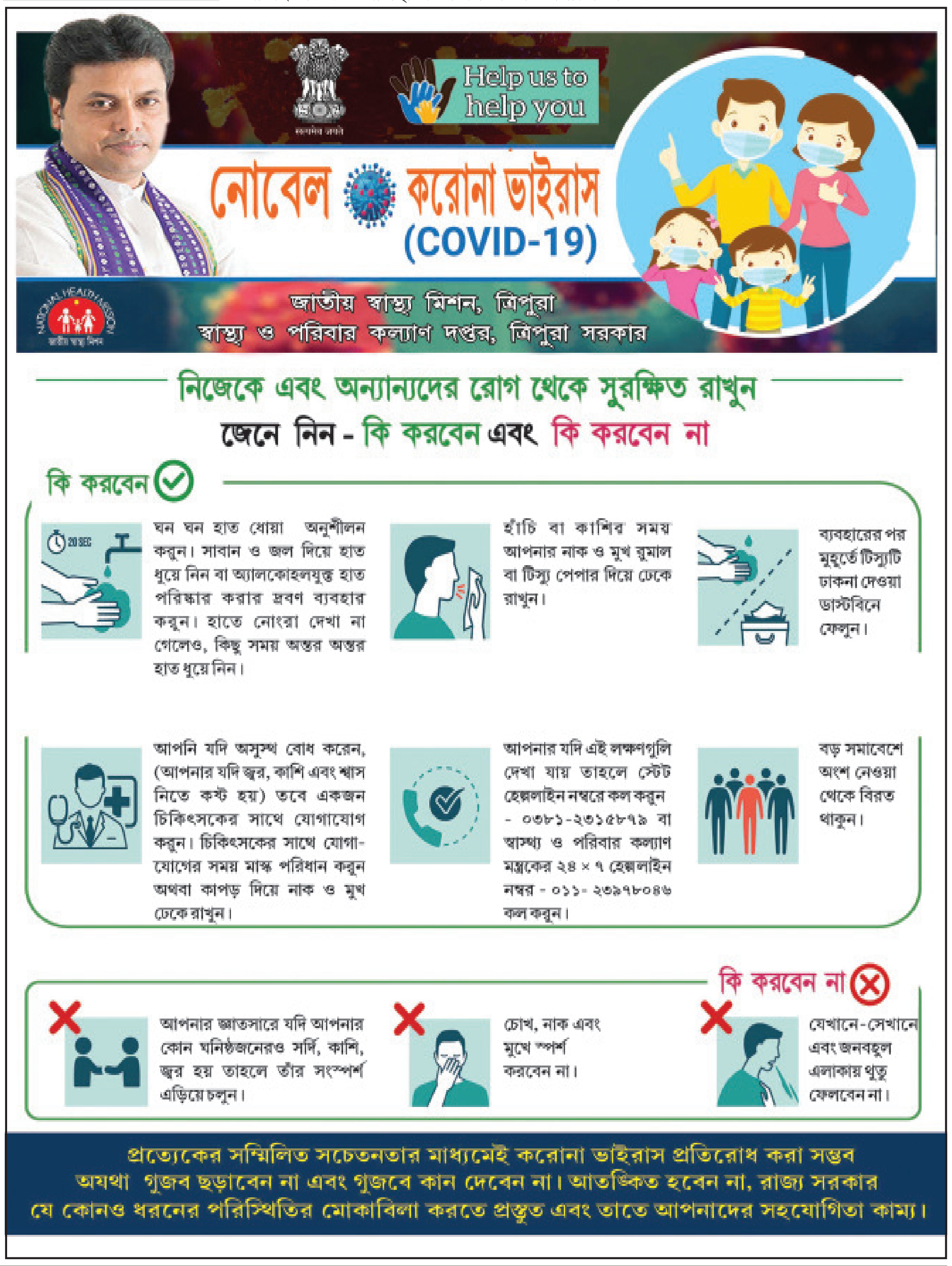


স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।